ব্রাহ্মণপরিচয়

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব

প্রাপ্তিস্থান :—
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

আট আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
৪৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

চৈত্র—১৩৪৫

প্রিণ্টার—শ্রীচুনিলাল শীল
আনন্দময়ী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৪৩বি, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ব্রাহ্মণপরিচয়

ভূমিকা

এতকাল বাঙ্গালা ও আসামের ব্রাহ্মণসমাজ সম্পর্কে যে সকল ইতিহাস অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছিল, আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐগুলি ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন—কানৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারটা অমূলক। আবার কেহ বলিতেছেন—কৌলীন্য-মর্য্যাদার কোন ভিত্তি নাই। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা তাম্রশাসন, শিলালিপি এবং মুদ্রা ভিন্ন অপর কিছুই ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। তাম্রশাসন এবং শিলালিপিতে ব্রাহ্মণদের বংশমর্য্যাদা সম্পর্কে কোথায় কি লিখিত আছে, তাহাও উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার ধৈর্য্য ইঁহাদের নাই; কাজেই ইহা অমূলক, উহা ভিত্তিহীন এইরূপ কথা লিখিয়া ইতিহাসকে কলুষিত করিতেছেন। যাঁহারা কানৌজ হইতে ব্রাহ্মণদের আগমন ব্যাপারটা অমূলক বলিতেছেন, তাঁহারা যদি প্রসিদ্ধ "শিলিমপুর-শিলালিপি" এবং কামরূপের "শুভঙ্কর-পাটকলিপি" মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন—কান্যকুব্জরাজ্যের অন্তর্গত শ্রাবস্তি হইতে যে একদল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই লিখিত আছে।

বংশমর্য্যাদা সম্পর্কে যাঁহাদের মনে খট্‌কা আছে, তাঁহাদিগকে আমি গৌড়লেখমালাধৃত "গরুড়স্তম্ভলিপি" পাঠ করিতে অনুরোধ

করিতেছি। উহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন—যে শাণ্ডিল্য-বংশ অদ্যাপি এদেশে কুলমর্য্যাদায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গৌড়ের পালরাজাদের সময়ে কিরূপ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে দুইটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

"বাচাস্বৈভবমাগমেষ্বধিগমং নীতেঃ পরাং নিষ্ঠতাং
বেদার্থানুগমাদসীমমহসো বংশস্য সম্বন্ধিতাম্।
আসক্তিং গুণকীর্ত্তনেষু মহতাং নিষ্ণাততাং জ্যোতিষো
যস্যানল্পমতেরমেয়যশসো ধর্ম্মাবতারোঽবদৎ" ॥

—বিংশ শ্লোক

"পিতৃত্বং স্বয়মাস্থায় পুত্রত্বমগমৎ স্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পুরুষান্ যস্য বংশে যঞ্চ প্রপেদিরে" ॥

—ষড়্বিংশ শ্লোক

উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ গুরবমিশ্রের গুণবর্ণনা উপলক্ষে কথিত হইয়াছে।

এই গুরবমিশ্র সম্পর্কেই নারায়ণপালদেবের "ভাগলপুর-লিপি"তে উক্ত হইয়াছে—

"বেদান্তৈরপ্যসুগমতমং বেদিতা ব্রহ্মতার্থং
যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধমঙ্গৈরধীতী।
যো যজ্ঞানাং সমুদিত-মহাদক্ষিণানাং প্রণেতা
ভট্টঃ শ্রীমানিহ স গুরবো দূতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ" ॥

—অষ্টাদশ শ্লোক

গুরবমিশ্র গৌড়েশ্বর নারায়ণপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন। গরুড়স্তম্ভলিপিতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাতপুরুষের গুণকীর্ত্তির বর্ণনা আছে। এই বংশের গর্গ পালবংশের দ্বিতীয় নরপতি ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি বীজি-পুরুষ বিষ্ণুর (বিবুর) প্রপৌত্র। কাজেই স্বীকার করিতে হয়—বীজি-পুরুষ পালবংশের প্রথম নরপতি গোপালদেবের রাজ্যপ্রাপ্তির অনেক পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। গৌড়লেখমালা এবং কামরূপশাসনাবলীতে যতখানা লিপি প্রকাশিত হইয়াছে, সেইগুলির আলোচনা করিলেই অনেক ব্রাহ্মণের বিদ্যা, বুদ্ধি, যাজ্ঞিকতা এবং বংশ-মর্য্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে আমি এই সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কোন কোন প্রবন্ধ বিষয়ে কতকটা বাদ-প্রতিবাদও হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ প্রবন্ধগুলি (বাদ-প্রতিবাদসহ) পুস্তক আকারে প্রচার করিলাম। আবশ্যকস্থলে টিপ্পণীও যোগ করা গেল। আশা করি, অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই গ্রন্থের সাহায্যে এদেশের ব্রাহ্মণদের সম্যক্ পরিচয় পাইবেন।

এই গ্রন্থে যে কানৌজ পঞ্চগোত্র (শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, সাবর্ণি) এবং ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের কৌশিক আদি বহু গোত্রের উল্লেখ করা গেল, বাঙ্গালা ও আসামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই ঐ সকল গোত্রের অন্তর্গত। এতদ্‌ব্যতীত গোতম, রথীতর, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি আরও কয়েকটি গোত্রের ব্রাহ্মণ এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইতি—

শ্রীমাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব

ব্রাহ্মণপরিচয়

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

— ঋগ্‌বেদ

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥

—মনুসংহিতা

চত্বারঃ কথিতা বর্ণা আশ্রমা অপি সুব্রতে।
আচারশ্চাপি বর্ণানামাশ্রমাণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥
কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ ॥

— মহানির্ব্বাণ

ব্রাহ্মণপরিচয়

কামরূপশাসনাবলী*

বিগত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট-নিবাসী খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্-এ. মহাশয় "কামরূপ-শাসনাবলী" প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজের) বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রচার-কল্পে তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার এই মহামূল্য গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অতীত ইতিহাসের অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা জানিতে পারিয়া আমরা অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি। কিন্তু, তিনি অনুবাদে এবং পাদটীকায় যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। তিনি জীবিত থাকা কালেই ঐ সকল কথার প্রকাশ্য আলোচনা করিয়া মীমাংসা করা আবশ্যক। সুতরাং এই প্রবন্ধে ২।১টি কথার অবতারণা করিতেছি—আশা করি, ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাসনগুলি পুনরায় আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের নবম পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আমদানী ব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়াই খ্যাপিত হইতেছে। যজ্ঞানুষ্ঠান-সমর্থ ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব ভারতের এই পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে তখন যে ছিল না, রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় যে পঞ্চগোত্রের কথা

---

* বিগত ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ভাদ্রসংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত।

আছে, ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণও যে এতদঞ্চলে ছিল, তাহা এই ভাস্করের শাসন হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে"। (ক)

এই টীকা দেখিয়া মনে হয়—ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে করেন যে—আদিশূর-নামক কোন নৃপতি যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া থাকিলেও ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্বামীদের সন্তানগণের মধ্য হইতেই কয়েকজনকে নেওয়াইয়া থাকিবেন, কান্যকুব্জ হইতে নহে।

ইহাতে প্রধানতঃ দুইটি কথা বিচার্য্য—(১) ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনোক্ত ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞসম্পাদনযোগ্যতা ছিল কি না? (২) যজ্ঞসম্পাদনযোগ্যতা থাকিলেও রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহারা হইতে পারেন কি না?

প্রথমতঃ—আমরা ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করিয়াও ঐ সকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে কাহারও যজ্ঞানুষ্ঠান-সামর্থ্যসূচক বা বেদজ্ঞতাসূচক কোন বিশেষণ খুঁজিয়া পাইলাম না। এমন কি, ইঁহাদের কাহারও বিদ্যা, বুদ্ধি বা ষট্‌কর্ম্মপরায়ণতাসূচকও কোন বিশেষণ দেখা যায় না। অন্যান্য শাসনগুলিতে সর্ব্বত্রই প্রাপক ব্রাহ্মণদের বিদ্যা, বুদ্ধি

(ক) রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার পঞ্চগোত্র শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ ও সাবর্ণি। কথিত আছে, ৭৩২ খৃষ্টাব্দে (বেদ-বাণাঙ্গশকে) বঙ্গাধিপতি আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে উল্লিখিত পঞ্চ-গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বিশদ বিবরণ নানা ইতিহাসে লিখিত আছে। উৎসুক পাঠক বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস এবং লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত সম্বন্ধ-নির্ণয় দেখিতে পারেন।

এবং ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিশেষ বর্ণনা আছে। এই অবস্থায় কিরূপে বুঝিব যে, ঐ সকল স্বামীর যজ্ঞসম্পাদনসামর্থ্য ছিল।*।

দ্বিতীয়তঃ—যদিবা ইঁহাদের মধ্যে কাহারও যজ্ঞানুষ্ঠান-সামর্থ্য ছিলই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে ইঁহাদের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। কারণ, ইহাঁদের বেদগোত্রাদি এবং তাঁহাদের গোত্রবেদাদিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

কুলপঞ্জিকা তুলিয়া রাখিয়া কেবল তাম্রশাসনদ্বারা বিচার করিলেই এই ভেদ লক্ষিত হইবে। যথা—

কামরূপশাসনাবলীরই ধর্ম্মপালনরপতি-প্রদত্ত "শুভঙ্কর-পাটকলিপি"তে আছে—

"গ্রামঃ ক্রোসঞ্জ (ক্রোড়াঞ্জ)-নামাস্তি শ্রাবস্ত্যাং যত্র যজ্বনাম্।৭

হোমধূমান্ধকারান্ধং নাবিশৎ কলিকল্মষম্॥

তৎসম্ভবানাং প্রবরো দ্বিজানা-

মুদারধীঃ কৌথুমশাখমুখ্যঃ।

রামোপমঃ সামবিদামখণ্ড্যঃ

শাণ্ডিল্যগোত্রোঽজনি রামদেবঃ॥—(কবিতা, ১৬।১৭)

---

* ভাস্করবর্ম্মার শাসনে একস্থানে লিখিত আছে—"বলিচরু-সত্রোপযোগায় সপ্তাংশাঃ"। ইহাতে প্রতীত হয়,—অগ্রহারস্থদেবতার পূজাহোমে সমর্থ লোক অবশ্যই ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু, তাহাতে বৈদিক যজ্ঞে পারদর্শিতা বুঝায় না।

† 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় ভট্টনারায়ণের পরিচয় সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"গুম্ফোৎফুল্লাস্যপদ্মে স্ফুরতি সচকিতং বেদবেদাঙ্গবাণী

মানী কোদণ্ডপাণিঃ পবনগতিহয়ঃ কৌঞ্চিকোষ্ণীষমৌলিঃ।

এই শ্লোকদ্বয়ে শাসনপ্রাপক হিমাঙ্গের পিতামহের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য ভাস্করবর্ম্মার তাতশাসনে নাই। তাহাতে যে দুই তিন জন শাণ্ডিল্যের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের কেহই 'কৌথুমশাখমুখ্য' 'সামবিদামখণ্ড্য' ছিলেন না, সকলেই 'বাজসনেয়ী'। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভাস্কর-বর্ম্মার সময়ে শ্রাবস্তি হইতে সমাগত ব্রাহ্মণসন্তান কেহ কামরূপ পর্য্যন্ত যান নাই।

এই শাসনের অতিরিক্ত আলোচনায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু ভুল করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"সম্প্রদানীভূত ব্রাহ্মণের নিবাস শ্রাবস্তির অন্তর্গত ক্রোসঞ্জ গ্রামে ছিল। এই শ্রাবস্তি নিঃসন্দেহ একটি জনপদ এবং কামরূপরাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি স্থান ছিল" (পৃঃ ১৬৪)। আমরা কিন্তু শাসনটি পড়িয়া বুঝিয়াছি—শাসন-প্রাপক রথিক হিমাঙ্গের পিতামহ রামদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা (যাঁহাদের যজ্ঞধূমে আচ্ছন্ন হইয়া কলিকল্মষ প্রবেশ করিতে পারিত না) শ্রাবস্তির ক্রোসঞ্জ গ্রামে বাস করিতেন, এইমাত্র বলা হইয়াছে। রামদেব বা তাঁহার পৌত্র হিমাঙ্গ তখনও (শাসন-প্রদানকালে) শ্রাবস্তির ক্রোসঞ্জ গ্রামে বাস করিতে-

---

কণ্ঠে শ্রীশৈলচক্রং মলয়জতিলকৈরেতি **কোলাঞ্চ**দেশাৎ
সাক্ষান্নারায়ণশ্রীঃ স নিজপরিকরৈর্ভট্টনারায়ণোঽয়ম্‌॥"

এই শ্লোকের তৃতীয় পাদোক্ত 'কোলাঞ্চ' এবং শুভঙ্কর-পাটকলিপির 'ক্রোসঞ্জ' একই স্থান বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে। পদ্মনাথ বাবু সংশোধনীতে ক্রোসঞ্জকে ক্রোড়াঞ্জ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ছিলেন, এমন কথা উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে বুঝায় না। বরং এই অন্বয়পরিচয়ে ইহাই বুঝা যায় যে—হিমাঙ্গ শাসন-প্রাপ্তিকালে ক্ষত্রিয়-কর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা যে যাজ্ঞিক ষট্‌কর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনি যে কামরূপবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র (শ্রাবস্তি হইতে সমাগত যাজ্ঞিক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সন্তান), তাহাই এই পরিচয়ের উদ্দেশ্য। এই শাসনোক্ত শ্রাবস্তি শব্দের সমর্থনের জন্য কামরূপে একটা শ্রাবস্তি-কল্পনার কোন আবশ্যকতা নাই।

শিলিমপুর-শিলালিপির শ্রাবস্তি নিয়া শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় গৌড়ে গোণ্ডে যে টানাটানি করিয়াছেন, তাহারও কোন আবশ্যকতা আমরা দেখি না। সেখানেও "ব্যভ্রাজন্ত" বলিয়া হোমধূমের অতীত কালই কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ লিপিতে প্রশংসিত ব্রাহ্মণ প্রহাসের পূর্ব্বপুরুষেরা পবিত্র হোমধূমযুক্ত শ্রাবস্তির অন্তর্গত তর্কারি গ্রামে বাস করিতেন; পরে তাঁহারা পুণ্ড্রদেশে বালগ্রামে আসিয়াছিলেন। ইহার ব্যাখ্যার জন্য গৌড়ে বা কামরূপে আর একটা শ্রাবস্তির কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বরং কানিংহাম্ সাহেব উত্তরকোশলে যে শ্রাবস্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই শ্রাবস্তিই যাজ্ঞিক বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণদের আবাসভূমি ছিল। কোন এক সময়ে সেই শ্রাবস্তির ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া (আদিশূরের আমন্ত্রণে বা বৌদ্ধবিপ্লবে) গৌড় (বঙ্গ), পুণ্ড্র এবং ক্রমশঃ কামরূপ পর্য্যন্ত গিয়া ব্রাহ্মণেরা ভূমিদানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই সকলদিকে সুসঙ্গতি হয়।

শ্রাবস্তি হইতে ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছিলেন, এই কথা শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন; তবে তাঁহার মতে এদেশে আসিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বাসভূমির নাম জন্মভূমির নামানুসারে শ্রাবস্তি রাখিয়াছিলেন (কামরূপ-শাসনাবলী, পৃঃ ১৬৬)।

এখন দেখা গেল—শ্রাবস্তি হইতে যে-সকল ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের সন্তান। শুভঙ্কর-পাটকলিপি এবং শিলিমপুর-শিলালিপি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সকল যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়া কানৌজ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন কেন, ইহা বিচার্য্য বিষয় বটে।

ইতিহাসে দেখা যায়—হর্ষবর্দ্ধনের (খ) মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে কানৌজাধিপতি যশোবর্ম্মন্ উত্তরভারতে সম্রাট্ হইয়াছিলেন। কাজেই তখন শ্রাবস্তি অবশ্য তাঁহার শাসনাধীন ছিল। রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকামতে বঙ্গে ব্রাহ্মণদের আগমনের সময় (বেদবাণাঙ্গশক) ৭৩২ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময়ে শ্রাবস্তি হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কানৌজাধিপতির রাজ্য হইতে আসিয়াছিলেন, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, দূরদেশে গেলে বাসস্থানের পরিচয়ে নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানের নামই বলিতে হয়। আমরা ঢাকা বা কলিকাতা গেলে বাড়ী শ্রীহট্টেই বলিয়া থাকি, যদিও আমাদের জন্মস্থান শ্রীহট্ট সহর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। আবার, জাপান

(খ) হর্ষবর্দ্ধন ভাস্করবর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন এবং মিত্র ছিলেন। (হিউন্‌সাঙ্গের ভারতভ্রমণবৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।)

বা চীনে গেলে বসতিস্থান কলিকাতাই বলিতে হইবে। সেখানে শ্রীহট্ট বলিলে কেহই চিনিবে না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে (রেল-জাহাজ-বিরহিত দিনে) শ্রাবস্তি এবং বঙ্গের দূরত্বজ্ঞান চীন জাপানের মতনই ছিল। সুতরাং তখন জন্মভূমি শ্রাবস্তি হইলেও কানৌজ অধিপতির রাজ্য হইতে আসিয়া কানৌজ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়াই স্বাভাবিক হইয়াছিল। তাম্রশাসন, শিলালিপির ন্যায় দলীলে অপরব্যাবর্ত্তক পরিচয় থাকা আবশ্যক বিবেচনায়ই শ্রাবস্তি, তর্কারি, ক্রোসঞ্জ ইত্যাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখানে আর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। কামরূপ-শাসনাবলীর মধ্যে ভাস্করবর্ম্মার শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া বনমাল, বলবর্ম্মা, রত্নপাল পর্য্যন্ত কোন শাসনেই দানপ্রাপক ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিয়াছেন, ইহার উল্লেখ নাই। ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় শাসন হইতে শাসনপ্রাপক ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব-পুরুষদের বাসস্থানের উল্লেখ দেখা যায়। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে ইন্দ্রপালের সময় একাদশ শতাব্দী। একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে-সকল ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং পূর্ব্ব-পরিচয়ের বড় একটা প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই মনে হয়। ইন্দ্রপাল এবং ধর্ম্মপালের সময়ে যখন শ্রাবস্তির ব্রাহ্মণ-সন্তান প্রাগ্‌জ্যোতিষে উপস্থিত হইলেন, তখনই তাম্রপত্রে পূর্ব্বপরিচয় লিখা আবশ্যক হইল।

এই সকল তাম্রশাসন দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, কানৌজ হইতে ব্রাহ্মণেরা যে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন, এই

কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা কামরূপে গিয়াও তাম্রশাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতএব, কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারটা কোন প্রকারেই অমূলক হইতে পারে না।

কামরূপশাসনাবলী (২)

১৩৪০ সনের ভাদ্রমাসের "বঙ্গশ্রী" পত্রিকার আলোচনাংশে মদীয় "কামরূপশাসনাবলী" বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মাহেন্দ্র চন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব-লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, অনুবাদ ও পাদ-টীকায় আমার সঙ্গে তাঁহার কোন কোন স্থলে মতানৈক্য রহিয়াছে, তৎপ্রদর্শনার্থই তিনি প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের ন্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তি যে আমার কোন কোন কথার প্রতিবাদকল্পে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে গৌরব ও আহ্লাদেরই বিষয়। বলা আবশ্যক যে, গ্রন্থের উপসংহারভাগে (২১৪ পৃষ্ঠায়) আমি ঈদৃশ সংশোধন যে প্রত্যাশিত তাহা স্পষ্টই বলিয়াছি, ফলতঃ কোন গ্রন্থের উৎকর্ষমাত্র খ্যাপন করা অপেক্ষা উহাতে লক্ষিত ভুল-ভ্রান্তিপ্রদর্শনই লেখকের তথা পাঠক-সাধারণের সমধিক কল্যাণাবহ—সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

(২) ১৩৪০ বঙ্গাব্দের পৌষসংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত পদ্মনাথ বাবুর প্রদত্ত উত্তর।

পরন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনুবাদের কোন স্থলের ভুল-ভ্রান্তি তিনি প্রদর্শন করেন নাই (গ) এবং পাদটীকার যে দুইটি মাত্র স্থলে মতানৈক্য বিবৃত করিয়াছেন, তাহাও আমি অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের প্রতিবাদের প্রথম স্থলটি এই—

"কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আমদানী ব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়াই খ্যাপিত হইতেছে। যজ্ঞানুষ্ঠানসমর্থ ব্রাহ্মণের অসদ্‌ভাব ভারতের এই পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে তখন যে ছিল না, রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় যে পঞ্চগোত্রের কথা আছে, ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণও যে এতদঞ্চলে ছিল, তাহা এই ভাস্করবর্ম্মার শাসন হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে" (শাসনাবলী ৯ম পৃষ্ঠা)। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা (ঘ) প্রায় একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারটার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। এতদ্‌বিষয়ে তাঁহারা কুলপঞ্জিকার উক্তি প্রামাণ্য মনে করেন না। কোন প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসন

(গ) পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে অনুবাদাদির ভুলও প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধেও "শুভঙ্কর-পাটকলিপি"র ব্যাখ্যার ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ঘ) এই উপলক্ষে পদ্মনাথ বাবু স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের নাম করিয়াছেন।

বা প্রাচীন গ্রন্থে আদিশূরের কিংবা তাঁহার ঐ কীর্ত্তির কথা
পাওয়া যাইতেছে না।

উপরি উদ্ধৃত আমার টীকায় আমি যাহা বলিয়াছি, সাংখ্যার্ণব মহাশয় তাহার অপেক্ষা একটু বেশী মনে করিয়া লিখিয়াছেন,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে করেন যে, আদিশূর নামে কোন নৃপতি যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া থাকিলেও ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্বামীদের সন্তানগণের মধ্য হইতেই কয়েকজনকে নেওয়াইয়া থাকিবেন, কান্যকুব্জ হইতে নহে"। †।

ইহা বলিয়া তিনি আমার উক্তির বিচারার্থ দুইটি ইশু ধার্য্য করিয়াছেন—(১) ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞসম্পাদনযোগ্যতা ছিল কিনা এবং (২) যজ্ঞসম্পাদন-যোগ্যতা থাকিলেও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব-পুরুষ তাঁহারা হইতে পারেন কি না।

প্রথম ইশু বিষয়ে সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, ভাস্করের শাসনোল্লিখিত দানপ্রাপক ব্রাহ্মণদের যজ্ঞানুষ্ঠান-সামর্থ্য ছিল না; কেননা, শাসনখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তিনি তাঁহাদের কাহারও বেদজ্ঞতাসূচক বা যজ্ঞ-

† প্রকৃতপক্ষে আমি ঠিক অতটা মনে করি নাই। ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসমাজ ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির প্রতিবাদ প্রসঙ্গেই উক্ত পাদটীকা লিখিয়াছিলাম (শাসনাবলী ৯ম পৃষ্ঠা ১২শ পঙ্‌ক্তিতে ঐ টীকার মূল দ্রষ্টব্য)। তবে পণ্ডিত সাংখ্যার্ণব যাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাহা মোটেই অসঙ্গত বলা যায় না। তাই তাঁহারই বিচারধারার অনুবর্ত্তন করা হইল। (পদ্মনাথ বাবুর টিপ্পনী)

সম্পাদকতাসূচক, এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি বা ষট্‌কর্ম্মপরায়ণতাসূচক কোন বিশেষণ পান নাই—অথচ অন্যান্য শাসনগুলিতে সর্ব্বত্রই দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাবুদ্ধিধর্ম্মাদি বিষয়ে বিশেষ বর্ণনা আছে। পরন্তু, তিনি এই মোটা কথাটা প্রণিধান করেন নাই যে, অন্যান্য শাসনে দানগ্রহীতা একজন মাত্র, তাই তাঁহার পরিচয়দান ও গুণবর্ণনা তিন চারিটি শ্লোকে করা হইয়াছে; কিন্তু ভাস্করবর্ম্মার শাসনের দানপ্রাপক ব্রাহ্মণের সংখ্যা (যতটা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে) ২০৫ দাঁড়াইয়াছে; একখানি ফলক পাওয়া যায় নাই—তাহাতে আরও ৮০।৮৫ জন ব্রাহ্মণের নাম থাকিবার কথা। অতএব, কিঞ্চিদূন তিন শত ব্রাহ্মণের (প্রত্যেকের তিন চারিটি শ্লোক দ্বারা) বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ কাব্য রচিত হইয়া যাইত—তাম্রশাসনে ঐরূপটা অসাধ্য ও অসম্ভব। *। তবে, ভাস্করবর্ম্মার শাসনোক্ত ব্রাহ্মণেরা যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও ঐশ্বর্য্যবান্ ছিলেন, তাহার প্রমাণ এই শাসনেই রহিয়াছে। শাসনের প্রথম শ্লোকেই (তৃতীয় পাদে) ব্রাহ্মণগণের একটি সাধারণ বিশেষণ রহিয়াছে—বিভূতয়ে ভূতিমতাং দ্বিজন্মনাম্—ভূতিমান্ ব্রাহ্মণগণের সম্পন্নিমিত্তে †। ভূতি-ঐশ্বর্য্য, ব্রাহ্মণের ঐশ্বর্য্য তপঃ, বিদ্যা ইত্যাদিই। তারপর প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণের

---

* বস্তুতঃ যে সকল শাসনে দানগ্রহীতার সংখ্যা অনেক সেই সকলে তাঁহাদের প্রত্যেকের বর্ণনা কুত্রাপি দেখা যায় না।

(পদ্মনাথ বাবুর টিপ্পনী)

† সমগ্র শ্লোক বা তদনুবাদ, কৌতূহলী পাঠক "কামরূপশাসনা-

নামের সঙ্গে 'স্বামী' উপাধি রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য সূচিত হইতেছে। অপিচ ব্রাহ্মণদের কেহ বাজসনেয়ী, কেহ বাহ্বৃচ্য, কেহ সামগ এইরূপ পরিচয় রহিয়াছে; আজকাল্ অবশ্যই ঈদৃশ বেদপরিচয় নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে, কেননা বেদাধ্যয়ন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু তদানীং—তেরশত বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ বিশেষণ 'সার্থক' ছিল। সকলেই স্ব স্ব বেদের শাখাবিশেষে পটুতা লাভ করিতেন। ভাস্করবর্ম্মা সম্বন্ধে চীনপরিব্রাজক য়ুয়োন চোয়াং লিখিয়াছেন—

'His majesty was a lover of learning and his subjects followed his examples; men of abilities came from far lands to study there.'

ভিন্নদেশ হইতে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরাও তদানীং কামরূপে আসিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেন এবং তাঁহাদের অধ্যাপনা ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা করিতেন। বিদ্যোৎসাহী রাজা ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক শাসনদ্বারা সম্মানিত ব্রাহ্মণগণ তৎপ্রদেশস্থ ব্রাহ্মণসমাজে অবশ্যই বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানে বিশিষ্টস্থানাধিকারী ছিলেন। এতদবস্থায় শাসনোক্ত ব্রাহ্মণদিগকে অবেদজ্ঞ অতএব যজ্ঞকর্ম্মে অপটু মনে করা যাইতে পারে কি? *

বলী"তেই দেখিবেন—এখানে সমস্ত কথা বলিতে গেলে প্রবন্ধ অতি বৃহৎ হইয়া পড়িবে—তাই প্রয়োজনীয় শব্দগুলিমাত্র উদ্ধৃত ও অনূদিত হইল। (পদ্মনাথ বাবুর টিপ্পণী)

* ঐ শাসনপ্রাপক ব্রাহ্মণগণ ছাড়াও অনেক ব্রাহ্মণ কামরূপ রাজ্যে অবশ্যই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিযুক্ত ব্রাহ্মণ থাকাও সম্ভব। কিন্তু, বৈদিকযজ্ঞকুশলতার কোন পরিচয় ভাস্করের শাসনে দেখা যায় না।

দ্বিতীয় ইশুবিষয়ে পণ্ডিত সাংখ্যার্ণবের সিদ্ধান্ত এই যে, উঁহারা রাঢ়ীয়বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন না, কেননা রাঢ়ীয়বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পঞ্চগোত্রমধ্যে শাণ্ডিল্য-গোত্রজ ব্রাহ্মণেরা সামবেদীয়,—ভাস্করের শাসনোক্ত শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়েরা সকলেই বাজসনেয়ী অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয়। ইহার উত্তর "কামরূপ-শাসনাবলী" গ্রন্থেই রহিয়াছে। ৯ম পৃষ্ঠার (১)-সংখ্যক পাদটীকায় আছে—"গোত্র অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও বেদপরিবর্ত্তন অসম্ভাব্য কিছুই নহে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও তাহা ঘটিয়াছে। তাই একই পিতার সন্তান বলিয়া প্রখ্যাত শাণ্ডিল্যগোত্রজ রাঢ়ীয়গণ সামবেদীয় কিন্তু ঐ গোত্রজ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঋগ্‌বেদীয়ও পাওয়া যাইতেছে"। অধুনা বেদাধ্যয়ন বিলুপ্তপ্রায়, তাই বেদ ও শাখার নামগ্রহণ মাত্র আছে, এবং পুরুষপরম্পরায় একই নাম বাচিত হইয়া থাকে। কিন্তু, যখন বেদাধ্যয়ন সুপ্রচলিত ছিল—ব্রহ্মচারী গুরুর নিকট গিয়া বেদ শিক্ষা করিতেন—তখন কখনও কখনও ভিন্নবেদীয় বা ভিন্ন-শাখার কোন সুবিখ্যাত গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী পৈতৃক বেদের বা শাখার পরিবর্ত্তে গুরুর বেদ বা শাখা অবলম্বন করিতেন।

পণ্ডিত সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের প্রতিবাদের দ্বিতীয় বিষয়টি এই :—ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনদ্বারা যাঁহাকে ভূমি দান করা হইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল শ্রাবস্তির অন্তর্গত ক্রোসঞ্জ গ্রাম ; আমি শ্রাবস্তিকে কামরূপের অন্তর্গত

জনপদ বলিয়াছি। তিনি বলেন, এই শ্রাবস্তি উত্তরকোশলের সেই প্রাচীন শ্রাবস্তি। এস্থলে আমার একটা ভুল স্বীকার করিতেছি, গ্রামের নামটি ক্রোসঞ্জ নহে—"ক্রোড়াঞ্জ" হইবে, প্রত্নতত্ত্ববিভাগের শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় আমাকে ইহা জানাইয়াছেন। *। "হরিচরিত" নামে (নেপালে প্রাপ্ত) একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুথিতে "করঞ্জ" নামে একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণাধ্যুষিত গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত, তাই ক্রোড়াঞ্জ সম্ভবতঃ এই করঞ্জই হইবে। এই নামে আজিও একটি বড় গ্রাম দিনাজপুর সহরের ১৪।১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে রহিয়াছে। অতএব, শ্রাবস্তির অবস্থান কামরূপে না হইয়া তৎসংলগ্ন বরেন্দ্র ভূমিতেই হইবার কথা। প্রাচীন শ্রাবস্তি হইতে আসিয়া (ঙ) এই অঞ্চলে উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃকই যে স্থানের নামটি শ্রাবস্তি রাখা হইয়াছে তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। *। অপিচ শিলিমপুরশিলালিপিতে শ্রাবস্তির অন্তর্গত তর্কারি গ্রামের কথা আছে। তাহা বালগ্রাম হইতে মাত্র সকটি

---

* প্রাচীন লিপিতে 'ডা' ও 'স' প্রায় একইরূপ দেখা যায়। অপিচ নামবাচক শব্দ প্রায়শঃ অবোধ্যার্থক হওয়াতে অনেক সময় ঠিক ঠিক পড়া কঠিন হইয়া পড়ে। (মূল শাসনখানি দীক্ষিত মহাশয়ের নিকট হইতেই কয়েকদিনের নিমিত্ত পাইয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি পাঠাদি কার্য্য সমাপনান্তে পুনশ্চ তাঁহাকেই ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। [পদ্মনাথ বাবুর টিপ্পনী]

(ঙ) প্রাচীন শ্রাবস্তি হইতে ব্রাহ্মণেরা বরেন্দ্রভূমে আসিয়া

(গ্রাম) দ্বারা অন্তরিত। †। অতএব, তর্কারি বালগ্রামের নিকটই ছিল, এবং এই বালগ্রাম আজিও 'বোলগ্রাম' নামে বগুড়া জেলায় বিদ্যমান। শিলিমপুর-লিপিতে তর্কারির বর্ণনায় হোমধূম সম্বন্ধে "ব্যভ্রাজন্ত" এই অতীতকালসূচক প্রয়োগ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা তর্কারি ছাড়িয়া বালগ্রামে চলিয়া যাওয়াতেই সেখানে আর যজ্ঞ হইত না। অতএব, শ্রাবস্তি খোদ কামরূপের না হইলেও

যদি বাসস্থানের নাম শ্রাবস্তি রাখিয়া থাকেন, তবে কান্যকুব্জ রাজ্য হইতে ব্রাহ্মণের আমদানী ব্যাপারটা কোন প্রকারেই অমূলক হয় না; এই মোটা কথাটা পদ্মনাথবাবু প্রণিধান করেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। প্রাচীন শ্রাবস্তি (যাহা উত্তরকোশলের গোণ্ড জিলায় অবস্থিত) কান্যকুব্জ রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল।

* ধর্ম্মপালের সময়ে উত্তরকোশলে শ্রাবস্তির অস্তিত্ব কতটা ছিল তাহা বলা যায় না; সাত শত বৎসর পূর্ব্বে চীনপরিব্রাজক 'ফাহিয়ান' এদেশে আসিয়া যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান বিধ্বস্তপ্রায় দেখিয়া গিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রাবস্তি একতম।

(পদ্মনাথ বাবুর টিপ্পণী)

† বালগ্রামবিষয়ক (শিলিমপুরশিলালিপির) শ্লোকটি বোধ হয় সাংখ্যার্ণব মহাশয় প্রণিধান করেন নাই। তাহা এই—

"তৎ (তর্কারি)-প্রসূতশ্চ পুণ্ড্রেষু সকটি-ব্যবধানবান্।
বরেন্দ্রমণ্ডনং গ্রামো বালগ্রাম ইতি শ্রুতঃ॥"

'সকটি' ভরদ্বাজগোত্রীয় বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণের একটি গাঞিরূপে আজিও সুবিদিত। (পদ্মনাথ বাবুর টিপ্পণী)

তৎসংলগ্ন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বা বারেন্দ্র বা গৌড়) ভূমিতে অবস্থিত ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ††।

শ্রীযুত সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে যে সব কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে দুইটির সমালোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি।

(১) রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকামতে কানৌজ হইতে এদেশে ব্রাহ্মণ আগমনের তারিখ "বেদবাণাঙ্গ" (অর্থাৎ ৬৫৪ শক) = ৭৩২ খৃষ্টাব্দ। পরন্তু, এই তারিখের পাঠান্তরও আছে—'বেদবাণাঙ্ক' (৯৫৪ শক = ১০৩২ খৃষ্টাব্দ †)। কামরূপের শাল-স্তম্ভবংশীয়েরা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; তদ্‌বংশীয় বনমাল ও বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে স্পষ্টতঃ যজ্ঞকারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কথা পাওয়া যায়।

---

†† মৎস্যপুরাণে ১২।৩০ শ্লোকে, কূর্ম্মপুরাণে (পূর্ব্বভাগ ২০।১৯ শ্লোকে) (চ) গৌড়ে শ্রাবস্তির অবস্থানের নির্দ্দেশ আছে।

(পদ্মনাথ বাবুর টিপ্পণী)

(চ) লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উত্তরকোশলের যে জিলায় প্রাচীন শ্রাবস্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই জিলার বর্ত্তমান নাম "গোণ্ড"। কাজেই, মৎস্যপুরাণ এবং কূর্ম্মপুরাণের 'গৌড়'ই বর্ত্তমানে 'গোণ্ড' নামে পরিচিত হইয়াছে বলা যায়।

† এই পাঠান্তর দ্বারাও ব্যাপারের সন্দিগ্ধতাই সূচিত হয়। (ছ)

(ছ) হস্তলিখিত পুঁথিতে "বেদবাণাঙ্গ" পদটিকে কোন অসাবধান পাঠক "বেদবাণাঙ্ক" পাঠ করিয়া এই গোলমাল করিয়াছেন, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। অদ্যাপি 'ক্রোড়াঙ্ক', 'ক্রোসঙ্ক' ইত্যাদি পাঠান্তর সর্ব্বদাই ঘটিতেছে।

(২) অষ্টম শতাব্দীতে শ্রাবস্তি হইতে ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আসিয়া আপনাদিগকে কান্যকুব্জের অধিবাসী বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছিলেন। সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের এই কল্পনাও সমীচীন বলিতে পারি না। তাঁহারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গিয়া শ্রাবস্তির পরিচয় দিতে পারিলেন, আর প্রায় সমদূরবর্ত্তী বঙ্গদেশে গিয়া কান্যকুব্জের বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? শ্রাবস্তি কান্যকুব্জ অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং প্রসিদ্ধতর, এ অবস্থায় ইহা সমগ্র ভারতে সুপরিচিতই ছিল; তাই বঙ্গে গিয়া শ্রাবস্তির বিপ্রগণের কান্যকুব্জের বলিয়া পরিচয় দিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। অযোধ্যার এখন রাজধানী প্রয়াগ (এলাহাবাদ); অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণদের প্রয়াগের পরিচয় দেওয়া ভারতের কুত্রাপি প্রয়োজন হইবে না। পরিশেষে পুনরপি পণ্ডিত সাংখ্যার্ণব মহাশয়ের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শাসনাবলীর মুখবন্ধে (।০ পৃষ্ঠা) আমি বলিয়াছি, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আমার এই গ্রন্থখানি পড়িবেন, প্রধানতঃ এইজন্য আমি ইহা ইংরাজীতে না লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছি। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—সাংখ্যার্ণব মহাশয়—যে, ইহা সম্যক্ পাঠ করিয়াছেন, ইহাতে আমার এই গ্রন্থসঙ্কলন সার্থক হইয়াছে মনে করিতেছি।*।

---

* কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার এই অভিপ্রায় শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—'কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে আপনার পুস্তক কখনও পড়িবেন এ আপনার বৃথা আকাঙ্ক্ষা। এরূপ কথা যে অলীক উক্তি মাত্র, পণ্ডিত সাংখ্যার্ণব দ্বারাই সুষ্ঠু প্রমাণিত হইল। (পদ্মনাথ বাবুর টিপ্পণী)

কামরূপশাসনাবলী (৩)

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, মহাশয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষমাসের 'বঙ্গশ্রী'তে আমার সন্দেহ নিরসনের জন্য 'কামরূপশাসনাবলী' সম্পর্কিত মদীয় প্রবন্ধের যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু, আমি এই উত্তরেও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। কাজেই, আবার কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনোক্ত ব্রাহ্মণদের বেদজ্ঞতা এবং যাজ্ঞিকতা প্রদর্শনের জন্য তিনি যে তিনটি কথা লিখিয়াছেন, তাহাদের কোনটিই বেদজ্ঞতাজ্ঞাপক বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না। (১) 'ভূতিমতাং' বিশেষণ, (২) 'স্বামী' বিশেষণ, (৩) ব্রাহ্মণদের নামের সঙ্গে বেদশাখার উল্লেখ। এই তিনের কোনটিই বেদজ্ঞতাজ্ঞাপক হইতে পারে না।

"ভূতি" শব্দ ঐশ্বর্য্য অর্থে গ্রহণ করিলেও উহা অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যজ্ঞাপক, তপঃ, বিদ্যা ইত্যাদিজ্ঞাপক নহে।

"বিভূতির্ভূতিরৈশ্বর্য্যমণিমাদিকমষ্টধা"।

(অমরকোষ)

তপঃ, বিদ্যা ইত্যাদি অর্থে ভূতিশব্দের প্রয়োগ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে "ব্রাহ্মণের

(৩) ১৩৪২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের ২।৯।১৬ তারিখের "সোণার বাংলা" পত্রিকায় প্রকাশিত—আমার লিখিত প্রত্যুত্তর।

ঐশ্বর্য্য তপঃ, বিদ্যা ইত্যাদি” বঙ্গশ্রীর প্রবন্ধে লিখিয়াছেন তাহা বিচারসহ নহে। একখানা তাম্রশাসনের প্রাপক দুই তিন শত ব্রাহ্মণের প্রত্যেকেই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত ছিলেন এমনটাও সম্ভব নহে, সুতরাং এখানে ভূতিশব্দের দ্বিতীয় অর্থ “ভস্ম” যাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন—দগ্ধ তাম্রশাসনের মালীক ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে তাহাই সুসঙ্গত।

“স্বামী” এই উপাধিটি প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নামের সঙ্গেই আছে। ইঁহারা সকলেই বেদবেদাঙ্গপারগ ছিলেন, এই কথা বলা যায় না, কারণ ইঁহারা ভূতিবর্ম্মার প্রদত্ত শাসনের উত্তরাধিকারী, ইঁহাদের মধ্যে অবশ্যই বালক, বৃদ্ধ, যুবা ত্রিবিধ লোকই ছিলেন। স্বামী পদটি ব্রাহ্মণদের সাধারণ উপাধি বলিয়া মনে হইতেছে—যেমন আজকাল শর্ম্মাপদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। উহা পাণ্ডিত্য বা পরমহংসত্বজ্ঞাপক হইলে প্রত্যেকের নামে যুক্ত হইত না। আজকালও দেবালয়সংস্পৃষ্ট সেবাইতদিগের নামে স্বামী, গোস্বামী ইত্যাদি পদ যুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে বেদবেদাঙ্গজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নামের সঙ্গে যে বেদশাখার উল্লেখ আছে তাহা যদি তাঁহাদের অধীত বেদশাখার উল্লেখই হইত তাহা হইলে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যাহারা শিশু ছিলেন তাঁহাদের নামে বেদপরিচয় থাকিত না। এই বেদশাখার উল্লেখের অর্থ এই শাখা অনুসারে তাঁহাদের দশসংস্কার চলিত, এইমাত্র। বাজসনেয়ী, বাহ্বৃচ্য ইত্যাদি বেদাভিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

“আজকাল অবশ্যই ঈদৃশ বেদপরিচয় নিরর্থক হইয়া

পড়িয়াছে” ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই কথাটিও ভ্রান্তিশূন্য নহে—/· কারণ অদ্যাপি উহার সার্থকতা আছে। কোন বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদনের সময় কাহার কোন বেদ তাহা না জানিলে কোন্ বিধি (গৃহ্যসূত্রাদি) অবলম্বনে বিবাহাদি ক্রিয়ার মন্ত্র পড়িতে হইবে তাহাই ঠিক হয় না, ‘অর্ঘঃ’ বলিতে হইবে কি ‘অর্ঘ্যং’ বলিতে হইবে স্থির করা যায় না। (জ)। সেইজন্য অদ্যাপি স্ব স্ব বেদপরিচয় রাখা আবশ্যক। যতকাল বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্ম থাকিবে, ততকালই এই পরিচয় রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ নিজে বেদ পড়ুন আর না-ই পড়ুন, বেদপরিচয় না থাকিলে তাহার উপনয়নাদি কোন বৈদিক কার্য্যই হইতে পারিবে না; এই কারণেই শাসনোক্ত ব্রাহ্মণদের প্রত্যেকের (শিশু, বৃদ্ধ) নামেই গোত্রবেদের উল্লেখ আছে। দেশের প্রত্যেক ব্রাহ্মণই অদ্যাপি স্ব স্ব বেদশাখা অনুসারে বিবাহাদি সংস্কার করিয়া থাকেন।

শ্রাবস্তির কথা—·

উত্তরকোশলের গোণ্ড জিলায় কানিংহাম্ সাহেব যে শ্রাবস্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই যে প্রাচীন শ্রাবস্তি ইহাতে মতভেদ নাই, সেখান হইতে ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন, এই কথাও ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন; তবে সেই শ্রাবস্তি হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে (বঙ্গে) বা কামরূপে

(জ) “অর্ঘঃ পুমান্ যজুঃষেব নির্যকারো বিধীয়তে।”

নিজ বাসস্থানের নাম শ্রাবস্তি রাখিয়াছিলেন কি না, ইহাই এখন তর্কের বিষয়।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাসনাবলীতে কানিংহাম্ সাহেবের কথার সমর্থনে লিখিয়াছেন—"অধ্যাপক বসাক মহাশয় ধর্ম্ম-পালের এই শাসনখানি দেখিতে পাইলে সম্ভবতঃ শ্রাবস্তিকে গৌড়ান্তঃপাতী বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ঈদৃশ অধ্যবসায়ী হইতেন না।"

(শাসনাবলী, ১৬৬পৃঃ টীকা)

কিন্তু 'বঙ্গশ্রী'র প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"শ্রাবস্তির অবস্থান কামরূপে না হইয়া তৎসংলগ্ন বরেন্দ্র ভূমিতেই (ঝ) হইবার কথা, *** অতএব শ্রাবস্তি খোদ কামরূপে না হইলেও তৎসংলগ্ন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বারেন্দ্র বা গৌড়) ভূমিতে অবস্থিত ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।" প্রমাণ দিয়াছেন—মৎস্যপুরাণ ও কূর্ম্মপুরাণোক্ত সেই গৌড়-শব্দযুক্ত শ্লোক ('নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে মহাপুরী")। কিন্তু, শাসনাবলীতে তিনিই কানিংহাম্ সাহেবের মতে মত দিয়া লিখিয়াছেন—"যখন দণ্ড=দাঁড়, ষণ্ড=ষাড় ইত্যাদি দেখা যায়, তখন গোণ্ড=গোড় হইতে আপত্তি সমীচীন বোধ হয় না। (১৬৬পৃঃ টীকা)

(ঝ) শিলিমপুর-শিলালিপিতে লিখিত আছে—শ্রাবস্তির তর্কারি গ্রাম হইতে তৎপ্রসূত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রীমণ্ডন বালগ্রামে আসিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রাবস্তি পুণ্ড্রদেশ বা বারেন্দ্রভূমের বাহিরের স্থান বলিয়াই প্রতীত হয়।

কূর্ম্মপুরাণ ও মৎস্যপুরাণের শ্লোক দুইটি তো ইহাদ্বারাই সমাহিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এখন গৌড়ে (বঙ্গে) শ্রাবস্তির অন্য প্রমাণ শিলিমপুর-শিলালিপির "সকটী ব্যবধানবান্", এই বিশেষণ মাত্র অবশিষ্ট।

'সকটি' শব্দটি—'বঙ্গশ্রী'র প্রবন্ধে যদিও ইকারান্ত আছে, তথাপি শাসনাবলীতে উহা ঈকারান্ত আছে। ইহাদের একটি অবশ্যই ছাপার ভুল। পত্রিকার প্রবন্ধের প্রুফ্ অবশ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজে দেখিয়া দিতে পারেন নাই, সুতরাং উহাতেই ভুল থাকা সম্ভব। 'শাসনাবলী' তিনি নিজে দেখিয়া ছাপাইয়াছেন, সুতরাং দীর্ঘ ঈকারান্ত পাঠই শুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। মূল শিলালিপি পড়িয়া দেখিবার সুবিধা আমাদের নাই।

এখন 'সকটী' এই পদটির কি অর্থ তাহা স্থির হইলেই শ্রাবস্তির সংস্থান গৌড়ে (বঙ্গে) হওয়া আবশ্যক কি না বুঝা যাইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাসনাবলীর ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"'সকটী' সম্ভবতঃ শকটীর প্রাকৃত রূপান্তর"। এই কথায় আমরা একমত। কিন্তু, এই শকটীর তিনি যে অর্থ করিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। শাসনাবলীতে লিখিয়াছেন—"অধ্বপরিমাণ *** একটা শকট একদিনে যতদূর যাইতে পারে"। বঙ্গশ্রীর প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—শকটী একটা গ্রাম। শাসনাবলীর ভূমিকায়ও (টীকায়) গ্রাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে অর্থ করিবার কারণ বোধ হইতেছে যে, তিনি 'শকটী' পদটিকে 'ব্যবধানবান্' পদটির

সহিত সমস্ত ধরিয়া লইয়াছেন, এবং সেইজন্যই বালগ্রামের নিকটে একটা শ্রাবস্তি না পাইলে তাঁহার চলিতেছে না। কিন্তু, আমরা মনে করি—'শকটী' এবং 'ব্যবধানবান্' এই উভয়ই ভিন্নপদ অথচ বালগ্রামের বিশেষণ। শকটী=শকটবান্, এবং ব্যবধানবান্=প্রাচীর-পরিখাদিবিশিষ্ট। বালগ্রাম পুণ্ড্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত, সুতরাং উহাতে সৈন্যশকটাদি থাকা খুবই স্বাভাবিক। সৈন্যশকটাদি যেখানে রাখা হইত সেই স্থান প্রাচীর-পরিখাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকারই কথা। সম্ভবতঃ কামরূপের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য ঐ গ্রামে সৈন্য-শকটাদি রাখা হইত। এইজন্য ইহার নাম বালগ্রাম—নামটি বলগ্রাম হইলেই অর্থসঙ্গতি ভাল হয়। 'বল'-শব্দে সৈন্য বুঝায়। সুতরাং বলগ্রাম নাম হইলেই সকল দিকে সুষ্ঠু অর্থ হয়। অদ্যাপি গ্রামটি 'বোলগাঁও' নামে পরিচিত। শিলালিপিতে বালগ্রাম লিখা লিপিকর-প্রমাদেও হইতে পারে।

এই 'শকটী' পদটিকে 'ব্যবধানবান্' পদটির সহিত সমাস করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা না হইলে বোলগাঁও হইতে শ্রাবস্তি সকটীদ্বারা (গ্রাম) অন্তরিত বলিতেন না। কখনও কামরূপে কখনও বঙ্গে শ্রাবস্তির অবস্থান স্বীকার করিতে হইত না। অধ্যাপক বসাক মহাশয়ও এই ভ্রমে পতিত হইয়াই গৌড়ে শ্রাবস্তি নিয়া টানাটানি করিয়াছেন।

অতএব এখন বলিতে পারি, তাম্রশাসন এবং শিলালিপিতে উক্ত শ্রাবস্তি সেই উত্তরকোশলের শ্রাবস্তি। সেইখানেই শিলালিপি ও তাম্রশাসনোক্ত ব্রাহ্মণদের যাজ্ঞিক পূর্ব্বপুরুষেরা

বাস করিতেন। বঙ্গে বা কামরূপে আর একটা শ্রাবস্তির কল্পনা অনাবশ্যক।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের এতদ্দেশে থাকা সত্ত্বেও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আনয়নের প্রয়োজন ছিল কি না তাহা বিচার করিতে হইলে শাসনপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরা কোন্ স্থানে ছিলেন তাহা আগে নির্ণয় করিতে হইবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে শাসনোক্ত "চন্দ্রপুরি-বিষয়" কামরূপের পশ্চিম সীমা-ঘেঁসা ছিল। উহা একটি ক্ষুদ্র জিলার মত স্থান। তাঁহার মতে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান কোন সময়েই কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু, আমাদের মনে হয়—"চন্দ্রপুরি-বিষয়" একটি ক্ষুদ্র স্থান নহে, কারণ (১) সংস্কৃত সাহিত্যে বিষয়-শব্দ প্রদেশবাচী—যেহেতু—'মগধবিষয়ে', 'কলিঙ্গবিষয়ে' ইত্যাদি পদ বিবিধ কাব্য-নাটকে সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। (২) এই চন্দ্রপুরির (শাসনের পাঠ অনুসারে হ্রস্ব ইকারান্ত লিখা হইল) একজন স্বতন্ত্র নায়ক (শাসনকর্ত্তা) ছিলেন। শাসনে তাঁহার নামোল্লেখ আছে। (৩) ভাস্করবর্ম্মার শাসনে ভূনির্দ্দেশে ব্রহ্মপুত্র নদের উল্লেখ নাই (অন্যান্য শাসনে প্রদত্ত ভূমি ব্রহ্মপুত্রের কোন্দিকে তাহার উল্লেখ আছে), সুতরাং চন্দ্রপুরি ব্রহ্মপুত্র হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশ বলিতে হইবে।

'চন্দ্রপুরি' এই নামটি হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্বভাবতঃই চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের কথা মনে হয়। চন্দ্রশেখর পর্য্যন্ত কোনকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, এবং চন্দ্রপুরি-বিষয় বলিতে চন্দ্রশেখরাধিষ্ঠিত ভূ-ভাগকে বুঝায়, এরূপ কথা শুনিলে

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা হঠাৎ চমকিয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু যোগিনীতন্ত্র এবং কামরূপশাসনাবলী আলোচনা করিলে উহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না।

যোগিনীতন্ত্রে প্রথমখণ্ডে কামরূপের সীমা এইরূপ লিখিত আছে—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনি।
উত্তরস্যাং কুঞ্জগিরিঃ করতোয়াত্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ"॥

(একাদশ পটল)

আবার, উত্তরখণ্ডের প্রথম পটলে লিখিত আছে—

"উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্রঞ্চ দক্ষিণে সাগরাবধি।
পূর্ব্বে তূদয়কূটঞ্চ পশ্চিমে শ্রীপর্ব্বতঃ প্রিয়ে।
এতন্মধ্যতমং পীঠং পুণ্যাখ্যং নাম নামতঃ।
পাদাৎ পাদান্তরং যাবৎ মধ্যহস্তদ্বয়ান্তরম্।
শিবরাত্রৌ চ গমনং সৌরমাসেন মাসকম্।
কামরূপং বিজানীয়াৎ ষট্কোণাস্রপ্রগর্ভকম্॥

প্রথমখণ্ডোক্ত সীমা অনুসারে কামরূপের ভূভাগ ত্রিকোণাকৃতি। কিন্তু, দ্বিতীয়খণ্ডের সীমানুসারে ভূভাগের আকার অন্যরূপ।

প্রথমখণ্ডোক্ত কামরূপ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু দ্বিতীয়খণ্ডোক্ত কামরূপ ক্ষুদ্র নহে।

এই দ্বিবিধ উক্তির কি কারণ তাহা বিচার্য্য বিষয় বটে। আমাদের মনে হয়, প্রথমখণ্ডোক্ত কামরূপ সাধনার ক্ষেত্র-জ্ঞাপক (Kamarup proper) এবং দ্বিতীয়-খণ্ডোক্ত কামরূপ কামরূপ-রাজগণের অধিকারাবধিজ্ঞাপক। ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান যে পূর্ব্বকালে কামরূপরাজের রাজ্যভুক্ত ছিল তাহা মহাভারতদ্বারাও প্রমাণিত হয়—সভাপর্ব্বে (অর্জ্জুনের দিগ্-বিজয় উপলক্ষে ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধপ্রসঙ্গে লিখিত আছে—"স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্জ্যোতিষোঽভবৎ"।

(সভাপর্ব্ব, ২৬ অধ্যায়)

সুতরাং ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, কিরাতগণ কামরূপ-রাজের অধীন ছিলেন। অন্যথা তাঁহার কিরাতসৈন্য কোথা হইতে আসিবে? কিরাতদের বাসস্থান ত্রিপুরা, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ত্রিপুরার রাজমালাতেও "কিরাতনগরে রাজবিধির গঠন" ইত্যাদি লিখিত আছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে—ভগদত্তের সময়ে ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান কামরূপ-রাজ্যভুক্ত থাকিলেও তাহা যে ভাস্কর-বর্ম্মার সময়েও ছিল তাহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ভাস্করবর্ম্মার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত কামরূপরাজের সময়ে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের দেশনায়কেরা কামরূপের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। যিনি কর্ণসুবর্ণ পর্য্যন্ত গিয়াও শিবির স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ভগদত্ত প্রভৃতির শাসিত ত্রিপুরা, শ্রীহট্টাদি স্থান নিশ্চয়ই বাদ দেন

নাই। তিনি যে সামন্ত রাজগণকে আজ্ঞাধীন রাখিতে পরিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শাসনের দ্বিতীয় ফলকে (৩৭ পঙ্‌ক্তিতে) লিখিত আছে।—

("স্বভুজবল-তুলিত-সকল-সামন্ত-চক্র-বিক্রমঃ"।)

অতএব, য়ুয়ান্ চুয়াং যদিও "শিহলিচটলো" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এই অঞ্চলে দেখিয়াছিলেন, তথাপি ঐগুলি কামরূপরাজের অধীন সামন্তরাজাদের দ্বারা শাসিত হইত, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা হইলেই যোগিনী-তন্ত্রের উত্তরখণ্ডোক্ত সীমা "দক্ষিণে সাগরাবধি" কথারও সঙ্গতি হয়। স্মিথ্ সাহেবের ইতিহাসেও ভাস্করবর্ম্মা পূর্ব্বভারতের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

কামরূপের কোন কোন তাম্রশাসনেও সাগরান্তা ভূমির আধিপত্যের উল্লেখ আছে, যথা—কামরূপের নৃপতি বনমালের তাম্রশাসন, যাহা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার সপ্তদশ শ্লোকে লিখিত আছে—

"জলনিধি-তট-বনমালা-সীমাবধিমেদিনীপতিত্বস্য
যোগ্য ইতি নাম ধাতা চক্রে বনমাল ইতি যস্য"॥

কামরূপাধিপতি ধর্ম্মপালের প্রথম শাসনের দ্বাদশ শ্লোকে লিখিত আছে—

"পুত্রস্তয়োরভবদম্বুধিমেখলায়া
ভর্ত্তা ভুবস্ত্রিভুবনাভরণম্মহীপঃ"।

(শুভঙ্করপাটকলিপি)

দক্ষিণে সাগর পর্য্যন্ত ভাস্করবর্ম্মার অধিকার ছিল, এই কথা ঠিক হইলে উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্র হইতে দক্ষিণে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের হিন্দুরাজার রাজ্যে দেবতার নামানুসারে উত্তর ভাগের নাম কামাখ্যাপুরী এবং দক্ষিণ ভাগের নাম চন্দ্রপুরী হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। অদ্যাপি দেশে হরিপুর, দুর্গাপুর, বিষ্ণুপুরের অভাব নাই। ঐ সকল স্থলে পুরশব্দ জনপদবাচক, নগরবাচক নহে।

অবশ্য কামাখ্যাপুরী অদ্যাপি কোন তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু কাম্‌তাপুর নগরের কথা অনেক গবেষণাকারীই বলিয়াছেন। কাম্‌তা বা কান্তা কামাখ্যারই অপর নাম—

"কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে" ॥

(কালিকাপুরাণ)

যে নামে পুরের নাম পাওয়া যাইতেছে, সেই নামে একসময়ে প্রদেশও বুঝাইত, এমন অনুমান অসঙ্গত হইবে না। যে কামরূপ শব্দে দেশ বুঝায়, সেই কামরূপ শব্দ নগর অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে।—

যথা—"কামরূপনগরে নৃপোঽভবদ্ধর্ম্মপাল ইতি সান্বয়াহ্বয়ঃ"।

(ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় শাসন)

পূর্ব্বকালেও বিরাট, পঞ্চাল প্রভৃতি শব্দ রাজা, নগর এবং জনপদ অর্থে ব্যবহৃত হইত। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। বর্ত্তমানেও ঢাকা, শ্রীহট্ট ইত্যাদি

শব্দে নগর এবং জনপদ বুঝাইতেছে। সুতরাং কাম্‌তাপুর শব্দে উভয়কেই বুঝাইত বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। ভাস্করবর্ম্মার সময়ে উত্তরভাগের নাম কাম্‌তাপুর ছিল কি না তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে, পুরী-শব্দান্ত একটা নাম থাকা অসম্ভব নহে।

'চন্দ্রপুরি-বিষয়' শব্দে কামরূপরাজ্যের দক্ষিণাংশে স্থিত সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে লক্ষ্য করিতেছে—বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই প্রদেশের প্রধান দেবতা চন্দ্রশেখর (এ), তাঁহার নাম অনুসারেই ইহার নাম চন্দ্রপুরি হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

এই প্রদেশের নায়ক (শাসনকর্ত্তা) শ্রীক্ষিকুণ্ডের নাম তাম্র-শাসনের ১৩৩ পঙ্‌ক্তিতে সীমা-প্রদাতারূপে লিখিত আছে। এই সীমা-প্রদাতা শব্দের পূর্ব্বে 'শ্রীগোপাল' শব্দটি আছে। তাহার পূর্ব্বে 'পঞ্চমহাশব্দ' এই বিশেষ সম্মানসূচক উপাধি যোজিত আছে।

'নায়ক' পদ্মনাথ বাবুর মতে ভূম্যধিকারী; কিন্তু আমরা মনে করি, ইনি সামান্য জমিদার নহেন। (পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে জমিদারী বন্দোবস্ত ছিল না।) ইনি কামরূপরাজের অধীন ঐ প্রদেশের রাজা বা শাসনকর্ত্তা। সামন্তরাজগণ হইতে

(এ) ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের প্রথমেই প্রণাম-শ্লোকে লিখিত আছে—"প্রণম্য দেবং শশিশেখরং প্রিয়ং"; ইহাতেও শাসনপ্রদত্ত ভূমির সহিত চন্দ্রশেখরের একটা সম্পর্ক সূচিত হইতেছে।

ইনি হীন ছিলেন না। তাহা না হইলে আগে শ্রী-যুক্ত করিয়া তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইত না।

যে তাম্রশাসনে প্রাপক ব্রাহ্মণদের নামে 'শ্রী' যোগ করার আবশ্যক হয় নাই, ন্যায়করণিক * জনার্দ্দন স্বামী মহাশয়ের নামের আগেও শ্রী যোগ করা অনাবশ্যক বোধ হইয়াছে, সেই তাম্রশাসনের সীমা-প্রদাতা শ্রীক্ষিকুণ্ড শ্রী-যুক্ত ছিলেন। তাম্রশাসনখানিতে মহারাজাধিরাজের নামের আগে শ্রী আছে, আর চন্দ্রপুরি-নায়কের নামের পূর্ব্বে শ্রী বসান হইয়াছে। সুতরাং ইনি রাজসদৃশ ছিলেন, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তাম্রশাসনের ৬৯।৭০ পঙ্‌ক্তিতে কতকগুলি কুণ্ডান্ত নাম আছে—যথা যজ্ঞকুণ্ড, যশঃকুণ্ড, শক্তিকুণ্ড, তোষকুণ্ড ইত্যাদি। এইগুলি দেখিয়া মনে হয়, সীমাপ্রদাতার নাম ক্ষিতিকুণ্ড ছিল, সেক্যকার-প্রমাদে 'তি' উৎকীর্ণ হয় নাই।

'নায়ক' শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে রাজা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—যথা, দশকুমার চরিতে—"নিহিত-নিশিত-সায়কো **মগধনায়কো** মালবেশ্বরং প্রত্যগ্রসংগ্রাম-ঘস্‌সরম্" ইত্যাদি। (প্রথমোচ্ছ্বাস)

শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান ঐ চন্দ্রপুরিবিষয়েরই অন্তর্গত ছিল।

---

* ন্যায়করণিক জনার্দ্দন স্বামীর নাম দর্শনে মনে হয়,—শাসন-প্রাপক ব্যতীত আরও ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন এবং তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধিও ছিল।

এখন দেখা আবশ্যক যে, ঐ বিষয়ের অন্তর্গত কোন্ স্থান উক্ত স্বামীদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাম্রশাসনে "ময়ূর-শাল্মলাগ্রহার-ক্ষেত্রং রাজ্ঞা শ্রীভূতিবর্ম্মণা কৃতং" লিখা আছে। লিখার ভঙ্গীতে স্পষ্ট বুঝা যায়—ময়ুর এবং শাল্মল দুইটি পরস্পরসংলগ্ন ভূমির নাম। অন্যথা উভয় শব্দের মধ্যে সমাস-চিহ্ন থাকিত না।

সীমাস্থলে লিখা আছে—

"যত্র পূর্ব্বেণ শুষ্ককৌশিকা। পূর্ব্বদক্ষিণেন সৈব শুষ্ক-কৌশিকা ডুম্বরীচ্ছেদবেদ্যা। দক্ষিণেনাপি ডুম্বরীচ্ছেদঃ। দক্ষিণপশ্চিমেন গঙ্গিণিকা ডুম্বরীচ্ছেদসংবেদ্যা। পশ্চিমেনা-ধুনাসীমগঙ্গিণিকা। পশ্চিমোত্তরেণ কুম্ভকারগর্ত্তস্সৈব চ গঙ্গিণিকা প্রাগ্ ভুজ্যমানা। উত্তরেণ বৃহজ্জাটলী। উত্তরপূর্ব্বেণ ব্যবহারি-খাসোকপুষ্করিণী সৈব শুষ্ককৌশিকা চ"।

সীমাতে যাহা যাহা লিখিত আছে তাহাদের মধ্যে কুম্ভকারগর্ত্ত, বৃহজ্জাটলী বা ডুম্বরীচ্ছেদ আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই। খাসোকপুষ্করিণীও পাওয়া সম্ভব নহে, তবে পুষ্করিণীর মালীক খাসোকের কোন খবর পাওয়া যায় কি না, আমরা চেষ্টা করিয়া দেখিব। অবশিষ্ট রহিল "শুষ্ককৌশিকা" ও "গঙ্গিণিকা"। শুষ্ক এই বিশেষণ দ্বারা বুঝা যায়,---শাসনপত্র লিখার সময় কৌশিকা তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। সুতরাং শাসনপ্রদত্ত ভূমির সীমাস্থলে অবস্থিত নদীতে (কৌশিকার পূর্ব্ব খাতে) সকল সময় জল থাকিত না।

বর্ত্তমানে উত্তরশ্রীহট্ট ও দক্ষিণশ্রীহট্টের মধ্যদিয়া যে নদী প্রবাহিত হইতেছে—তাহার নাম "কুশিয়ারা", এই কুশিয়ারারই পূর্ব্ব নাম কৌশিকা হইতে পারে। শীতকালে ঐ নদীতে অতি সামান্য জল থাকে। পুরাতন নদীতে (মরা কুশিয়ারায়) শীতকালে জল থাকেই না। ভাস্করবর্ম্মার প্রদত্ত ভূমি ঐ কুশিয়ারার তীরবর্ত্তী হইতে পারে। কুশিয়ারা নদী অত্যন্ত বক্রগা। সুতরাং একই ভূমির পূর্ব্বে, পূর্ব্বদক্ষিণে এবং পূর্ব্বোত্তরে তাহার অবস্থান সম্ভব।

এই কুশিয়ারার তীরে মৌরাপুর (মহরাপুর), ভাটেরা, বর্ম্মচাল, লংলা পরগণাগুলি পরস্পরসংলগ্ন অবস্থায় আছে।

ভূতিবর্ম্মকৃত "ময়ূর-শাল্মল" ঐ স্থান হইতে পারে কি না, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

আমরা মনে করি—উহাই ভাস্করবর্ম্মার প্রদত্ত ভূমি। কারণ—

(১) এই অঞ্চলে শাসনোক্ত গোত্রের (কাত্যায়ন, মৌদ্গল্য, কৌশিক, বশিষ্ঠ, গার্গ্য, পৌত্রিমাষ্য ইত্যাদি) বহু ব্রাহ্মণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। বঙ্গদেশে (উত্তরবঙ্গে) ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণ বিরল। (নাই বলিলেই হয়।) *

---

* রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, তদ্ব্যতীত এতদ্দেশবাসী অনেক ব্রাহ্মণকেই ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনোক্ত ব্রাহ্মণদের সগোত্র বলা যাইতে পারে।

(২) যে পঞ্চখণ্ডে শাসন পাওয়া গিয়াছে উহা কুশিয়ারা হইতে বহুদূরবর্ত্তী নহে।

(৩) ময়ুর এবং শাল্মল দুইটি স্থান। তন্মধ্যে ময়ূর= মৌরাপুর, এবং শাল্মল শব্দের পূর্ব্বে শাসন-প্রদাতা ভাস্কর-বর্ম্মার নাম যুক্ত হইয়া "ভাস্করবর্ম্মশাল্মল" নাম ধারণ করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। কালক্রমে নানাজাতীয় রাজা-প্রজার হাতে পড়িয়া ঐ "ভাস্করবর্ম্মশাল্মল"ই **ভাটেরা, বর্ম্মচাল, লংলা** নামে পরিচিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

এই কথার সমর্থনে সীমাস্থিত আর একটি কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে।---

ভূমির সীমাস্থলে উত্তরপূর্ব্বে খাসোকপুষ্করিণীর উল্লেখ আছে। পুষ্করিণী এখন না থাকিলেও পুষ্করিণীর মালীক খাসোক, শ্রীহট্টের উত্তরে পার্ব্বত্য ভূভাগে অবস্থিত খাসিয়া জাতিরই পূর্ব্বপুরুষ কেহ হইবেন। খাসিয়ারা যদিও এখন পার্ব্বত্য ভূভাগে (খাসিয়াজয়ন্তীয়া পাহাড়ে) বাস করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের অনেকের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহট্টের সমতলক্ষেত্রেও পূর্ব্বকালে বাস করিতেন, একথা অবিসংবাদিত সত্য। কামরূপের পশ্চিমাংশে (উত্তর-বঙ্গে) খাসোক-পুষ্করিণী থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

শ্রীহট্ট যে কামরূপরাজের অধীন ছিল তাহার আর একটি প্রমাণ---পত্তনবাচী পাটক-শব্দ পরবর্ত্তী কালেও শ্রীহট্টের তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—নরগীর্ব্বাণ খরবাণের বংশধর কেশবদেবের তাম্রশাসন (যাহা ভাটেরাতে পাওয়া

গিয়াছে) **হট্টপাটক-শব্দযুক্ত**। কামরূপের প্রায় প্রত্যেক শাসনেই পাটকশব্দের উল্লেখ আছে—যথা, শুভঙ্কর-পাটক ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভাস্করবর্ম্মার প্রদত্ত ভূমি আমি শ্রীহট্টের যে স্থানে নির্দ্দেশ করিলাম সেই স্থানে খরবাণবংশীয় কেশবদেবের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছিল। ঐ তাম্রশাসনেও বহু 'ভূহলে'র দানের কথা আছে। (এক হাল ভূমি প্রায় ১৪ বিঘার সমান।)

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের এবং কেশবদেবের তাম্রশাসনের ভূমি একই ভূমি কি না, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিবেচনা করিবেন। (ট)

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে,—শ্রাবস্তি হইতে সমাগত যে সকল ব্রাহ্মণের নাম তাম্রশাসন এবং শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের গোত্রবেদের সহিত রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-গণের কুলপঞ্জিকাকথিত গোত্রবেদের মিল হইতেছে। কুল-পঞ্জিকোক্ত যাজ্ঞিকতার কথাও তাম্রশাসন এবং শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল (শ্রাবস্তি-সমাগত) যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের সন্তান—এই কথা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। আদিশূরের দুই একখানা তাম্রশাসন না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রত্ন-তত্ত্ববিদেরা তাঁহার ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না

(ট) কেশবদেবের তাম্রশাসনে মহরাপুর এবং ভাস্করটেঙ্করী নামে দুইটি স্থানের উল্লেখ আছে। ইহাতে ভাস্করের সহিত স্থানের সম্পর্ক সূচিত হইতেছে।

করিতে পারেন। ইহাতে রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কিছুই আসে যায় না। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, কান্যকুব্জ বা তৎসমীপবর্ত্তী শ্রাবস্তি হইতে এদেশে আনীত বা আগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমন ব্যাপারটা অলীক নহে। ভাস্করবর্ম্মার শাসনের 'স্বামীরা' তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ নহেন। এই পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইলেই তাঁহাদের কুল-পঞ্জিকার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

মন্তব্য—

আমার প্রদত্ত প্রত্যুত্তর "সোণার বাংলা" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরে বহুদিন পর্য্যন্ত পদ্মনাথ বাবুকে নীরব দেখিয়া অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, তিনি তাঁহার "কামরূপশাসনাবলী"-সংশোধনে যত্নবান্ হইয়াছেন।

কানৌজ ব্রাহ্মণ *

বহুকাল হইতে বঙ্গদেশের ইতিহাসে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে যে, ৭৩২ খৃষ্টাব্দে (বেদবাণাঙ্গশক) বাঙ্গালার নৃপতি আদিশূরের আমন্ত্রণে একদল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া এদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশ-ধরেরা বর্ত্তমানে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত (১)।

---

* ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণসংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত।

(১) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় এবং গঙ্গোপাধ্যায়, ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে লাহিড়ী, ভাদুড়ী, বাক্‌চি এবং সান্ন্যাল কুলমর্য্যাদায় বিশেষ সম্মানিত।

আজকাল কোন কোন ঐতিহাসিক (যাঁহারা তাম্রশাসন, শিলালিপি বা মুদ্রা ভিন্ন আর কিছুই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে রাজি নহেন) ঐ ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারটাকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"These facts go some way to disprove the theory of those scholars who think that the half mythical king of Bengal named Adisur flourished before the Pal kings and that he inported orthodox Brahmins from Kanoj into Bengal as there was dearth of such Brahmins there."

(P. 305 Epigraphia Indica, Vol XV, article No. 19.)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তদীয় কামরূপশাসনাবলী-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আমদানী ব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়াই খ্যাপিত হইতেছে।"

(কামরূপশাসনাবলী, নবম পৃষ্ঠা, পাদটীকা (২))

এই সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সায় দিয়াই যেন কবি-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৩৪২ বাঙ্গালার ৪ঠা জ্যৈষ্ঠের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একখানা পত্রে লিখিয়াছেন,—

"আমার পূর্ব্বপিতামহেরা যদি অসমীয়া হতেন, তবে সে জন্যে আমার কোনো ক্ষোভের কারণ ঘটত না। তাঁরা কান্যকুব্জ থেকে এসেছেন, এই আন্দাজি ইতিহাস নিয়েও আমি গর্ব্ব করিনে"।

এই অবস্থায় তাম্রশাসন এবং শিলালিপি দ্বারা কানৌজ ব্রাহ্মণদের ইতিহাস সমর্থন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

Epigraphia Indicaর ত্রয়োদশ খণ্ডে অধ্যাপক বসাক মহাশয় যে "শিলিমপুর-শিলালিপি" প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে,—

"তেষামার্য্যজনাভিপূজিতকুলং তর্কারিরিত্যাখ্যয়া
শ্রাবস্তিপ্রতিবদ্ধমস্তি বিদিতং স্থানং পুনর্জ্জন্মনাম্ ॥
যস্মিন্ বেদস্মৃতিপরিচয়োদ্ভিন্নবৈতানগার্হ্য-
প্রাজ্যাবৃত্তিহুতিষু চরতাং কীর্ত্তিভির্ব্যোম্নি শুভ্রে।*
ব্যভ্রাজন্তোপরিপরিসরদ্ধোমধূমা দ্বিজানাং
দুগ্ধাম্ভোধিপ্রসৃতবিলসচ্ছৈবলালিচয়াভাঃ ॥

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, শিলিমপুর-শিলালিপিতে যে ব্রাহ্মণের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা শ্রাবস্তির অন্তর্গত তর্কারি-নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহারা কীর্ত্তিমান্ এবং যজ্ঞপরায়ণ ছিলেন। তাহা না হইলে "কীর্ত্তিভির্ব্যোম্নি শুভ্রে, ব্যভ্রাজন্তোপরিপরিসরদ্ধোমধূমা দ্বিজানাং" লিখা হইত না।

ঐ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের সন্তান শ্রাবস্তি হইতে আসিয়া পুণ্ড্রদেশে

* আমাদের মতে "প্রাজ্যাবৃত্ত্যাহুতিষু চরতাং কীর্ত্তিভির্ব্যোম্নি শুভ্রে" এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত। অন্যথা ছন্দোভঙ্গ দোষ হয়।

বালগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, এই কথাও ঐ শিলিমপুর-শিলালিপিতে লিখিত আছে। যথা—

"তৎপ্রসূতশ্চ পুণ্ড্রেষু সকটী ব্যবধানবান্।
বরেন্দ্রীমণ্ডনং গ্রামো বালগ্রাম ইতি শ্রুতঃ"॥

এখন দেখা যাইতেছে যে, শিলিমপুর-শিলালিপির তেজস্বী ব্রাহ্মণ প্রহাসের পূর্ব্বপুরুষেরা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহারা শ্রাবস্তিতে বাস করিতেন। পরে বরেন্দ্রভূমে আগমন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের কোন মতভেদ নাই। কিন্তু, কেন আসিয়াছিলেন এবং শ্রাবস্তি কোথায় এই নিয়াই মতভেদ চলিতেছে। শ্রাবস্তির সংস্থান নির্ণয় করিতে পারিলেই আগমনের কারণ স্থির করা সহজ হইবে।

অধ্যাপক বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রাবস্তি গৌড়ে (বঙ্গে) ছিল এবং বালগ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। তাঁহার যুক্তি এই যে, বালগ্রাম এবং শ্রাবস্তির মধ্যে 'সকটী' মাত্র ব্যবধান। কারণ, শিলালিপিতে লিখিত আছে—"সকটী ব্যবধানবান্"। তাঁহার মতে ঐ সকটী কোন গ্রাম বা নদীর নাম। গৌড়ে (বঙ্গে) শ্রাবস্তি-কল্পনার পক্ষে তিনি আর একটি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—

"তস্য পুত্রোঽভবদ্ বীরঃ শ্রাবস্তিরিতি বিশ্রুতঃ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে মহাপুরী"॥

মৎস্যপুরাণে আছে—

"শ্রাবস্তশ্চ মহাতেজা বৎসকস্তৎসুতোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ"॥

এই দুই শ্লোকে গৌড়দেশের উল্লেখ দেখিয়া বসাক মহাশয় গৌড়েই (বঙ্গে) শ্রাবস্তির অবস্থান স্থির করিয়াছেন ; কিন্তু কানিংহাম্ সাহেব তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"These apparent discrepancies are satisfactorily explained when we learn that Gouda is only a subdivision of Uttar-Kosala and that the ruins of Sravasti have actually been discovered in the district of Gonda which is Gonda of the Maps".

কানিংহাম্ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই কূর্ম্মপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণের বচনের সঙ্গতি সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে। বঙ্গে শ্রাবস্তি নামে কোন জনপদ বা নগরী থাকিলে তাহার অন্ততঃ একটা জনশ্রুতিও পাওয়া যাইত। বসাক মহাশয় শিলালিপির "সকটী ব্যবধানবান্" কথাটিকে সমস্ত পদ ধরিয়া লইয়াই এই গোলে পতিত হইয়াছেন। বালগ্রাম এবং শ্রাবস্তির মধ্যে একটা 'সকটী'-কল্পনাই তাঁহার ভ্রমের কারণ।

কামরূপের নৃপতি ধর্ম্মপালের প্রদত্ত তাম্রশাসন 'শুভঙ্কর-পাটকলিপি', যাহা অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদীয় কামরূপশাসনাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের পরিচয় সম্পর্কে লিখিত আছে—

"গ্রামঃ ক্রোসঞ্জ (ক্রোড়াঞ্জ)-নামাস্তি শ্রাবস্ত্যাং যত্র যজ্বনাম্।
হোমধূমান্ধকারান্ধং নাবিশৎ কলিকল্মষম্" ॥
তৎসম্ভবানাং প্রবরো দ্বিজানামুদারধীঃ কৌথুমশাখমুখ্যঃ।
রামোপমঃ সামবিদামখণ্ড্যঃ শাণ্ডিল্যগোত্রোঽজনি রামদেবঃ" ॥
ইত্যাদি।

ইহাতেও দেখা যায়, শাসনপ্রাপক ব্রাহ্মণ হিমাঙ্গের পূর্ব্বপুরুষ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহারা শ্রাবস্তির ক্রোসঞ্জ-নামক গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই শ্রাবস্তির সঙ্গতি করিতে গিয়া কামরূপে একটা শ্রাবস্তি কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বরেন্দ্রীমণ্ডল বালগ্রামের অনতিদূরে কামরূপরাজ্যের পশ্চিম ভাগে শ্রাবস্তি নামে একটা জনপদ ছিল এবং উহাই শিলিমপুর-শিলালিপি ও শুভঙ্কর-পাটকলিপিতে কথিত শ্রাবস্তি।

তিনি এই কথাও অনুমান করিয়াছেন যে, উত্তরকোশলের প্রসিদ্ধ শ্রাবস্তি হইতে একদল ব্রাহ্মণ আসিয়া কামরূপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বাসভূমির নাম জন্মস্থানের নামানুসারে শ্রাবস্তি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, আসামের কোন ঐতিহাসিক ইতঃপূর্ব্বে কখনও কামরূপে কোন শ্রাবস্তির দাবী করেন নাই, এমন কি জনশ্রুতিও এই বিষয়ে নীরব। অবশেষে পদ্মনাথ বাবুও ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত (আমার প্রবন্ধের উত্তর উপলক্ষে) এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রাবস্তি খোদ কামরূপের না হইলেও তৎসংলগ্ন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা গৌড়ভূমিতে অবস্থিত ছিল"। এখানে তাঁহার যুক্তি এই যে, 'শ্রাবস্তি শিলিমপুর-শিলালিপিতে উক্ত বালগ্রাম হইতে সকটী (গ্রাম) দ্বারা অন্তরিত'।

বালগ্রাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সীমান্তস্থিত গ্রাম। উহা কামরূপ-রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত। ঐ গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া

এবং শ্রাবস্তি ও বালগ্রামের মধ্যে সকটীনামে আর একটি গ্রাম কল্পনা করিয়া অধ্যাপক বসাক মহাশয় বঙ্গের দিকে এবং অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় কামরূপের দিকে একটা শ্রাবস্তির অবস্থান ধরিয়া লইয়াছেন। কারণ, তাঁহারা উভয়েই শিলিমপুর-শিলালিপিতে উক্ত বালগ্রামের বিশেষণ "সকটী ব্যবধানবান্" পদ দুইটিকে সমস্তপদ মনে করিয়া অর্থ করিয়াছেন—'সকটীদ্বারা অন্তরিত'। কাজেই বালগ্রামের অনতিদূরে একটা শ্রাবস্তি না পাইলে তাঁহাদের চলিতেছে না।

আমরা মনে করি, ঐ 'সকটী' এবং 'ব্যবধানবান্' ভিন্নপদ। সকটী (শকটবান্), ব্যবধানবান্ (প্রাচীর-পরিখাদিবিশিষ্ট); ঐ উভয় পদই বালগ্রামের বিশেষণ। যদিও শিলালিপিতে সকটী (দন্ত্য স) লিখা আছে, তথাপি উহা যে শকটী শব্দের পরিবর্ত্তে লিখিত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রায় সকল তাম্রশাসন এবং শিলালিপিতেই এই শ্রেণীর ভুল দৃষ্ট হয়, শিলালিপিতে যিনি অক্ষর উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অধিকার না থাকারই কথা। কাজেই তালব্য শকারের স্থলে দন্ত্য সকার লিখা নিতান্ত স্বাভাবিক। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে, 'সকটী' শব্দটি 'শকটী'র প্রাকৃত রূপান্তর।

(কামরূপশাসনাবলী, ১৬৬ পৃষ্ঠা পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

অতএব দেখা যাইতেছে, আমরা বালগ্রামের তিনটি বিশেষণ পাইতেছি। (১) বরেন্দ্রীমণ্ডনং, (২) শকটী, (৩) ব্যবধানবান্। বরেন্দ্রীমণ্ডনং বলিবার কারণ এই যে, দেশের

সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রাম সর্ব্বদাই কামরূপের আক্রমণে বাধা দিয়া বরেন্দ্রভূমের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। সীমান্তস্থিত ঐ গ্রামে সে কালের যুদ্ধোপযোগী: সৈন্য, শকটাদি অবশ্যই রাখা হইত, সুতরাং উহা শকটী (শকটবান্) ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সৈন্য-শকটাদি সুরক্ষিত করিবার জন্য গ্রামটিকে প্রাচীর-পরিখাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত করা হইয়াছিল, কাজেই উহা 'ব্যবধানবান্' ছিল। বালগ্রাম নামেও প্রতীত হয় যে, উহা সৈন্য-সামন্তদের থাকিবার স্থান ছিল। 'বল' শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলেই সৈন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

যথা—"পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্"।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

অদ্যাপি যে গ্রাম 'বোলগাঁও' নামে পরিচিত, তাহার পূর্ব্ব নাম বলগ্রাম হওয়াও বিচিত্র নহে। লিপিকর-প্রমাদেও আকারটি অতিরিক্ত উৎকীর্ণ হইতে পারে। বিশেষতঃ, যদি 'সকটী' শব্দটী "ব্যবধানবান্" পদটির সহিত সমস্ত হইত, তাহা হইলে ঈকারটি হ্রস্ব হইত। দীর্ঘ ঈকারান্ত সকটীশব্দ প্রথমাবিভক্তিযুক্ত পদ এবং উহা বালগ্রামের স্বতন্ত্র বিশেষণ, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

আমার এই ব্যাখ্যা বিদ্বৎসমাজ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে শ্রাবস্তি এবং বালগ্রামের মধ্যে সকটী নামে একটা গ্রাম বা নদী কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। ব্রাহ্মণেরা যে শ্রাবস্তির বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া বালগ্রামে

এবং ক্রমে কামরূপেও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই শ্রাবস্তি উত্তরকোশলের 'গোণ্ড' জিলায় হইলেও কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না।

বস্তুতঃ, আমাদের ধারণা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে একদল ব্রাহ্মণ উত্তরকোশলের শ্রাবস্তি হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে (গৌড়ে এবং বরেন্দ্রে) বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ কামরূপ পর্য্যন্ত গিয়াও ভূমিদানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণেরাই এতদ্দেশে কানৌজ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

শিলিমপুর-শিলালিপির প্রহাস এবং শুভঙ্কর-পাটকলিপির হিমাঙ্গের পূর্ব্বপুরুষেরা যে উত্তরকোশলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শ্রাবস্তি হইতেই এতদঞ্চলে আসিয়াছিলেন, তাহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। ইঁহারা ছাড়াও যে, আরও অনেক ব্রাহ্মণ সেই অঞ্চল হইতে বঙ্গে এবং বঙ্গ হইতে ক্রমে কামরূপে আসিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কারণ প্রত্যেক ব্রাহ্মণের উল্লেখ তাম্রশাসনাদিতে থাকা সম্ভব নহে। সকলেই রাজ-দরবারে গিয়া ভূমিদান গ্রহণ করেন নাই। অথচ, সেই রেল-জাহাজবিরহিত দিনে অতিদূরবর্ত্তী শ্রাবস্তি হইতে একাকী কাহারও বঙ্গে বা কামরূপে আসা সম্ভব নহে। অবশ্যই একদল ব্রাহ্মণ স্ব স্ব অনুচরাদিসহ এতদঞ্চলে আসিয়াছিলেন। ঐ শ্রাবস্তি হইতে সমাগত ব্রাহ্মণেরাই বঙ্গদেশে কানৌজ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ, তাঁহারা যে সময়ে (বেদবাণাঙ্গ শক = ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্গদেশে

আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে উত্তরভারতে কান্যকুব্জই রাজধানী ছিল। উত্তরকোশল তখন কান্যকুব্জের সম্রাটেরই শাসনাধীন ছিল। কাজেই, যাঁহারা শ্রাবস্তি হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজধানীর নামেই এদেশে পরিচিত হইয়াছিলেন। যেমন আজকাল ঢাকা, চট্টগ্রাম বা শ্রীহট্ট হইতে কোন ব্যক্তি চীন, জাপান বা ইংলণ্ডে গেলে কলিকাতার নামেই পরিচিত হইয়া থাকেন। এমন কি, পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা আসামে গেলে কলিকাতার লোক বলিয়াই পরিচিত হন। তাঁহাদের জন্মস্থান কলিকাতা সহরে কি তাহা হইতে ৩০।৪০ মাইল দূরে তাহার খবর কেহ রাখে না। বস্তুতঃ, দূরদেশে গেলে রাজধানীর নামেই পরিচিত হইতে হয়। মফঃস্বলের গ্রামের নামে কাহারও পরিচয় সম্ভব হয় না। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে (রেল-জাহাজবিরহিত দিনে) কান্যকুব্জ এবং বঙ্গের দূরত্বজ্ঞান আজ-কালকার হিসাবে চীন-জাপানের মতই ছিল। কারণ, অধুনা ভারতবর্ষ হইতে চীনে, জাপানে বা ইংলণ্ডে যাইতে যত সময় লাগে, অষ্টম শতাব্দীতে কান্যকুব্জ বা শ্রাবস্তি হইতে বঙ্গদেশে আসিতে তদপেক্ষা অধিক দিন লাগিত। সুতরাং যাঁহারা শ্রাবস্তির বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে তাঁহারা স্বভাবতঃই কানৌজ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্রাবস্তির বিভিন্ন গ্রাম হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কান্যকুব্জাধিপতির রাজ্য হইতে আসিয়া-ছিলেন এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই কথা শিলিমপুর-শিলালিপি এবং শুভঙ্কর-পাটকলিপিদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে,

অতএব কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আমদানী ব্যাপারটা কোন প্রকারেই অমূলক হইবার কথা নহে এবং উহা আন্দাজি ইতিহাসও নহে। যাঁহারা একমাত্র তাম্রশাসন এবং শিলা-লিপিকেই ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, তাঁহারাও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কান্যকুব্জ রাজ্য হইতে এতদ্দেশে আগমন অস্বীকার করিতে পারেন না; তবে উঁহারা কি কারণে এদেশে আসিয়াছিলেন, আদিশূর-নামক কোন নৃপতির যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন কি না, এ সম্পর্কে কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপি অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই, প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হইতে পালরাজগণের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (এক শতাব্দীরও অধিক কাল) বাঙ্গালার কি অবস্থা ছিল, কে কে রাজা হইয়াছিলেন, সেই বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অন্ধকারে আছেন। অথচ ঐ সময়টাই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের বঙ্গদেশে আগমনের কাল। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বঙ্গের সিংহাসনে কোন্ কোন্ নৃপতি আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার আদিশূরকে * ইতিহাস হইতে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

---

* গৌড়লেখমালায় প্রকাশিত গরুড়স্তম্ভলিপিতে এক শূরপালের উল্লেখ আছে। ইনি শাণ্ডিল্যগোত্রজ কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শূরপাল অবশ্যই আদিশূর ছিলেন না। ইনি পাল বংশের চতুর্থ নরপতি এবং কেদার

("কানৌজ ব্রাহ্মণ"-শীর্ষক মদীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পরে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৫শে শ্রাবণ তারিখে পদ্মনাথ বাবু তাঁহার কামরূপশাসনাবলী গ্রন্থের একখানা সংশোধনপত্র আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ সংশোধনপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।)

মিশ্র শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বীজি-পুরুষ হইতে সপ্তমস্থানীয় ছিলেন। অধ্যাপক কিলহর্ণ এই বীজি-পুরুষের নাম 'বিষ্ণু' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (লিপির প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম দুইটি অক্ষর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, প্রথম অক্ষরের 'ি' কার এবং দ্বিতীয় অক্ষরের 'ু' হ্রস্ব উকারের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান আছে) এই বিষ্ণু রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র কুলপঞ্জি-কোক্ত ভট্টনারায়ণের সন্তান কি না কে বলিতে পারে? ঐ শাণ্ডিল্য-বংশীয় বিষ্ণুর প্রপৌত্র গর্গ পালবংশের দ্বিতীয় নরপতি ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন, সুতরাং বলিতে হয়—বীজি-পুরুষ বিষ্ণু ধর্ম্মপালের অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইহাতে পালরাজগণের রাজ্যলাভের পূর্ব্বেই বীজি-পুরুষ বিষ্ণু গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই প্রসঙ্গে গৌড়লেখমালার সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"এই বংশোদ্ভব গুরবমিশ্র (অষ্টাদশ শ্লোকে) 'জমদগ্নিকুলোৎপন্ন' বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, এই বংশ রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের সুপরিচিত শাণ্ডিল্য-বংশ হইতে পৃথক্ বলিয়াই বোধ হয়।" কিন্তু, আমাদের মতে ঐ 'জমদগ্নিকুলোৎপন্ন' বিশেষণটি রামের (উপমানীভূত পরশুরামের), উহা গুরবমিশ্রের নহে এবং ঐ শাণ্ডিল্য রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র সমাজেরই শাণ্ডিল্য। কেদারমিশ্রের পূর্ব্বপুরুষই কান্য-কুব্জাগত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের অন্যতম। এই হিসাবে আদিশূরের রাজত্বকাল অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

কামরূপশাসনাবলীর কতিপয় ভ্রমসংশোধন।

শাসনাবলী ৩১ পৃষ্ঠা (১) পাদটীকা—'হিমালয় সহ অষ্ট কুলাচলাঃ'—এই বাক্যটি বাদ যাইবে।

শাসনাবলী ১০১ পৃষ্ঠা (৫) পাদটীকা—'ষড়ৈশ্বর্য্য' স্থলে 'অষ্টৈশ্বর্য্য' হইবে।

শাসনাবলী ১৫৫ পৃষ্ঠা ১৪ পঙ্‌ক্তি—"গ্রামঃ ক্রোসঞ্জ-নামাস্তি শ্রাবস্ত্যাং" এই বাক্যে ক্রোসঞ্জ-স্থলে ক্রোড়াঞ্জ হইবে। এই শ্রাবস্তি এবং ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসনে 'সাবথি' (সাবথ্যামস্তি বৈনামা গ্রামঃ—শাসনাবলী ১৩৭ পৃষ্ঠা ১৫ পঙ্‌ক্তি) অভিন্ন কি না এই সম্বন্ধে বিতর্ক করা হইয়াছে ("জমদাগ্নিকুলোৎপন্নঃ" বিশেষণটিকে শ্লিষ্ট মনে করিয়া গুরবমিশ্রের পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে হইলে—জমন্ অগ্নিঃ যস্মিন্ কুলে—তস্মাদুৎপন্নঃ—এইরূপ করিতে হইবে, তাহাতে কুলের সাগ্নিকত্ব বুঝাইবে। জমদগ্নি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ ছিলেন না, কাজেই গুরবমিশ্র জমদগ্নির সন্তান হইতে পারেন না।) এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কুলপঞ্জিকা-মতে ভট্টনারায়ণ বঙ্গদেশে আগমনকালে আশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্রের নাম ছিল বিবুধেয়। বিবুধেয়ের পাঁচ পুত্র—আউ, গাউ (গুঞি), হংস, বীর ও সুভিক্ষ। তন্মধ্যে বীর দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। এই দেশান্তরগত **বীর** গরুড়স্তম্ভ-লিপির বীরদেব কি না, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিবেচনা করিবেন। সাহেব পাঠক বীজি-পুরুষের নাম বিষ্ণু বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, উহা **বিবু**-ও হইতে পারে। প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রকৃত পাঠ—"বিবুঃ শাণ্ডিল্যবংশে-হভূদ্ বীরদেবস্তদন্বয়ে" হওয়াই সম্ভব বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে।

(শাসনাবলী ২১১ পৃষ্ঠা)। সম্প্রতি বগুড়া জেলায় হিলী ষ্টেশনের নিকটে বৈনামক একটি প্রাচীন গ্রামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; এবং দিনাজপুর অঞ্চলে করঞ্জ (ক্রোড়াঞ্জ) নামে এক পুরাতন গ্রাম রহিয়াছে। উভয়ই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সীমামধ্যে অবস্থিত। অতএব, 'সাবথি' ও 'শ্রাবস্তি' যে একই এবং কামরূপের অন্তর্গত ছিল না, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। শাসনাবলী ১৬৪—১৬৭ পৃষ্ঠায় ৩-সংখ্যক অতিরিক্ত আলোচনাতে শ্রাবস্তি সম্পর্কে যাহা বলা গিয়াছে তাহা সুতরাং প্রামাদিক।

শাসনাবলীতে শালস্তম্ভবংশীয় ভূপতিগণের রাজধানী 'হারুপ্পেশ্বর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি তদ্‌বংশীয় হর্জ্জরবর্ম্মার শাসনের মধ্য-ফলকখানি পুনঃ পঠিত হওয়াতে রাজধানীর প্রকৃত নাম 'হটপ্পেশ্বর' বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে। (ড)

(ড) পদ্মনাথ বাবুর এই সংশোধনপত্রেও আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই, কারণ যদিও তিনি কামরূপে শ্রাবস্তির সংস্থানের কথা প্রামাদিক স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি পূর্ব্ব-পঠিত 'ক্রোসঞ্জ'কে সম্প্রতি 'ক্রোড়াঞ্জ' পাঠ করিয়া দিনাজপুরের করঞ্জ গ্রামের সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শন করতঃ পৌণ্ড্রদেশে একটা শ্রাবস্তি কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু শিলিমপুর-শিলালিপিতে লিখিত আছে—শ্রাবস্তির তর্কারি গ্রাম হইতে আসিয়া যজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণ-সন্তান পুণ্ড্রদেশের বালগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয়,—শ্রাবস্তি পুণ্ড্রদেশের বাহিরে অবস্থিত স্থান। তাহা না হইলে শ্রাবস্তির অন্তর্গত তর্কারি গ্রামের উল্লেখ করিয়া পরে—"তৎপ্রসূতশ্চ পুণ্ড্রেষু" এইরূপ

(ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের দেবতা সম্পর্কে আমি একটি প্রবন্ধ শিলচর শিক্ষাপরিষদে পাঠ করিয়াছিলাম, পরে উহা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের "শিক্ষাসেবক" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আবশ্যক বিবেচনায় ঐ প্রবন্ধও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল।)

রূপনাথ

শ্রীহট্টের জয়ন্তীয়া পর্ব্বতে রূপনাথ নামে এক শিব অবস্থিত আছেন। ঐ অঞ্চলে রূপনাথ শিবের বাড়ী একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। শিবরাত্রি উপলক্ষে ঐ স্থানে যাত্রীদের অত্যন্ত ভিড় হইয়া থাকে। বহুদূর হইতেও রূপনাথ দর্শনের জন্য জনসমাগম হয়। খাসিয়া সিণ্টেঙ্গ্ প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির অধ্যুষিত এই অরণ্যময় স্থানে কে কখন এই শিব

লিখা হইত না। ঢাকার বিক্রমপুর হইতে কেহ আসিয়া আসামের ডিব্রুগড়ে বসতি স্থাপন করিলেন, এই কথা বলিলে আর ঢাকা বা বিক্রমপুর আসামের অন্তর্গত বুঝায় না। পৌণ্ড্রদেশে যে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে দক্ষ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল তাহা মনুসংহিতায় স্পষ্টই লিখিত আছে। যথা—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ"॥

(মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়)

স্থাপন করিয়াছিলেন, কেনই বা ইঁহার নাম রূপনাথ হইল, তাহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ অদ্যাপি কোন ঐতিহাসিক প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার লিখিয়াছেন—"পরে (বামজঙ্ঘা-পীঠের আবিষ্কারের পরে) ভৈরবের অনুসন্ধানে এস্থানের উত্তরে এক শিব আবিষ্কৃত হন, প্রকাশক রাজগুরু সেই সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নামানুসারে তৎপূজিত সেই শিব রূপনাথ বলিয়া খ্যাত হন। অনেকের মতে রূপনাথই বামজঙ্ঘা-পীঠের ভৈরব। আবার, কেহ কেহ বামজঙ্ঘা-পীঠকে আঁকড়িয়া-ধরা যে একটি মূর্ত্তি দেখা যায়, উঁহাকেই ক্রমদীশ্বর ভৈরব বলেন।"

ইতিবৃত্তকারের মতে জয়ন্তীয়ারাজ বুড়াগোসাঞির সময়ে রূপনাথ আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বুড়াগোসাঞি জয়ন্তীয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

জয়ন্তীয়ারাজ বুড়াগোসাঞির সময়ে শিব আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি শিবের স্থাপয়িতা নহেন। জয়ন্তীয়ার অন্য কোন রাজাও রূপনাথকে স্থাপন করেন নাই। অতএব, কে বা কাঁহারা কোন্ সময়ে ঐ পার্ব্বত্য স্থানে আসিয়া কি কারণে শিবকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

মুসলমানদের আক্রমণ-সময়ে এতদ্দেশে দেবতা নিয়া হিন্দুরা বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়,— খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন শ্রীহট্ট মুসলমান দ্বারা অধিকৃত

হয়, সেই সময়ে ঐ দেশেরই কোন স্থান হইতে ব্রাহ্মণেরা রূপনাথকে আনিয়া জয়ন্তীয়া পর্ব্বতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন জয়ন্তীয়ারাজ বুড়াগোসাঞি দেবতার পূজা-অর্চ্চনায় বিশেষ মনোযোগী হইলেন, তখন হইতে আবার রূপনাথের যথাবিধি আরাধনা হইতে লাগিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইনি লুক্কায়িত ছিলেন।

শ্রীহট্টের কোন্ স্থান হইতে এই দেবতা জয়ন্তীয়া পর্ব্বতে নীত হইয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধানে আমি যতটা প্রমাণ এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা আজ আপনাদিগকে উপহার দিব।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে দক্ষিণ-শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত ভাটেরা-নামক স্থানে দুইখানা তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছিল। প্রথম তাম্রফলকে নরগীর্ব্বাণ খরবাণ-বংশীয় কয়েক জন নৃপতির গুণকীর্ত্তি বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখা যায়, খরবাণের প্রপৌত্র কেশবদেব যখন হট্টপ্পাটকের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি হট্টনাথ শিবকে ৩৭৫ হাল ভূমি এবং ২৯৬ খানা বাড়ী ধনজন সহ দান করিয়াছিলেন।

তাম্রফলকে লিখিত আছে—

> "অধিকং পঞ্চসপ্তত্যা ভূহলানাং শতত্রয়ম্।
> শতদ্বয়ঞ্চ বাটীনাং ষণ্ণবত্যা সমন্বিতম্॥
> নানাপরিজনাংস্তস্মৈ জনজাতীরনেকশঃ।
> প্রাদাৎ শ্রী-হট্টনাথায় শিবায় শিবকীর্ত্তনঃ"॥

তাম্রফলকে শ্রী-হট্টনাথায় লিখা থাকা সত্ত্বেও আমি শিবকে হট্টনাথ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি,—কারণ তখন দেশের নাম ছিল **হট্টপাটক**। দেবতার নামের পূর্ব্বে শ্রী যোগ করিয়া শ্রী-হট্টনাথায় লিখা হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। তাম্রফলকের ২৫।২৬ পঙ্‌ক্তিতে লিখিত আছে,—

> "তথাস্তি কৈলাসনিবাসনিস্পৃহঃ
> কৃতাবতারো ভুবি হট্টপাটকে।
> অনাদিরূপো জগদাদিরপ্যয়ং
> ত্রিলোকনাথো ভগবান্ বটেশ্বরঃ"॥

পাটক শব্দটি নামের অংশ নহে। পূর্ব্বকালে এতদঞ্চলে স্থানের নামের সঙ্গে পত্তনবাচী পাটক শব্দ ব্যবহৃত হইত। যথা—শুভঙ্কর-পাটক, সস্তি-পাটক (ঢ) ইত্যাদি। কামরূপের রাজাদের প্রদত্ত অধিকাংশ তাম্রশাসনেই পাটক বা পট্টক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আজকালও আসামের বহু স্থানেই পট্টি-শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন আমলাপট্টি, নূতনপট্টি, আর্য্যপট্টি ইত্যাদি। অতএব, স্থানের নাম ছিল 'হট্ট'। সম্ভবতঃ, কেশবদেবের সময় হইতেই উহা শ্রীহট্ট নামে পরিচিত হইয়াছে। তাম্রফলকে দেবতার নামের সহিত শ্রী যুক্ত হইয়া থাকিলেও কালক্রমে উহা দেশের নামের অংশে

(ঢ) গৌড়লেখমালায় প্রকাশিত **কমৌলিলিপি**, যাহার ভূমি কামরূপ মণ্ডলের অন্তর্গত এবং বৈদ্যদেব-প্রদত্ত সেই স্থানের নাম "সস্তিপাটক"।

পরিণত হইয়া গিয়াছে। যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে দেশের নাম শ্রীহট্টই লিখিত হইয়াছে।

"তথাস্তি কৈলাসনিবাসনিস্পৃহঃ" ইত্যাদি শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, কেশবদেব এই শিব স্থাপন করিয়া ভূমি দান করেন নাই, শিব পূর্ব্ব হইতেই ঐ স্থানে ছিলেন। তাহা না হইলে "কৃতাবতারো ভুবি হট্টপাটকে" লিখিত হইত না।

ঐ শ্লোকের তৃতীয় পাদে যে 'অনাদিরূপো' লিখিত আছে, উহাই রূপনাথ নাম হইবার প্রতি কারণ কি না আপনারা বিবেচনা করিবেন।

কেশবদেব যে হট্টনাথকে বহু জমি, বাড়ী, ধন, জন দান করিয়াছিলেন, তিনিই যদি রূপনাথ হন, তাহা হইলে ঐ দেবতা হিন্দু নৃপতিদের সময়ে ভাটেরায় ছিলেন স্বীকার করিতে হয় এবং মুসলমান আক্রমণের সময় ঐ স্থান হইতে অনতিদূরবর্ত্তী জয়ন্তীয়া পর্ব্বতে নীত হইয়াছিলেন। কারণ, জয়ন্তীয়া কোন সময়েই মুসলমানদের হস্তগত হয় নাই। ইংরাজ আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা হিন্দু নৃপতিদের দ্বারাই শাসিত হইয়াছিল।

কেশবদেবের তাম্রশাসনে যে দেবতাকে "অনাদিরূপো ভগবান্ বটেশ্বরঃ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—তাঁহার আদি অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু কেশবদেবের পূর্ব্বে ঐ দেবতার সেবা-পূজার ব্যবস্থা কোন নৃপতি করিয়াছিলেন কি না তাহার খবর করা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিকদিগের অনেকের মতে কেশবদেবের সময় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আসামের বিখ্যাত

নৃপতি ভাস্করবর্ম্মা প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার প্রদত্ত একখানা তাম্রশাসন শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডের নিধনপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ঐ তাম্রশাসনে এক দেবতার উল্লেখ আছে,—সেই দেবতা এবং কেশবদেবের তাম্রশাসনের শ্রী-হট্টনাথ একই দেবতা কি না আপনারা বিবেচনা করিবেন।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে এইরূপ লিখিত আছে—

"ভোগীশ্বরকৃতপরিকরমীক্ষণজিতকামরূপমবিমুক্তম্।
পরমেশ্বরস্য রূপং নিজভূতিবিভূষিতং জয়তি॥"

এখানেও "পরমেশ্বরস্য রূপং জয়তি" বলিয়া রূপ শব্দের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের **"পরমেশ্বরস্য রূপং"**, কেশবদেবের তাম্রশাসনের **"অনাদিরূপো"** এবং বর্ত্তমানে জয়ন্তীয়া পর্ব্বতের **"রূপনাথ"** নামের প্রসিদ্ধি, এই তিনটিতে একই দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া আমার ধারণা।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে বহু ভূমিদানের উল্লেখ আছে। কেশবদেবের তাম্রশাসনেও ৩৭৫ হাল ভূমি (এক হাল প্রায় চৌদ্দ বিঘার সমান) এবং ২৯৬ খানা বাড়ী দানের কথা আছে। অবশ্য, ঐ সকল জমি ও বাড়ীর দখলকার সপরিজন ব্রাহ্মণগণও ছিলেন। তাম্রশাসনে "জনজাতীরনেকশঃ" লিখিত আছে।

কেশবদেবের তাম্রশাসন যে অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল এবং ঐ শাসনে প্রদত্ত ভূমি যে স্থানে অবস্থিত বলিয়া ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমিও

সেই স্থানেই বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে ভূমির নাম লিখিত আছে—"ময়ূর-শাল্মলাগ্রহারক্ষেত্রম্।"

আমি মনে করি, বর্ত্তমানে যে স্থান 'মৌরাপুর' নামে পরিচিত (৭), উহাই ভাস্করবর্ম্মার প্রদত্ত 'ময়ূর' এবং শাল্মল শব্দের পূর্ব্বে শাসনপ্রদাতা ভাস্করবর্ম্মার নাম যুক্ত হইয়া 'ভাস্করবর্ম্মশাল্মল' নাম ধারণ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে ভাটেরা, বর্ম্মচাল, লংলা নামে যে সকল স্থান পরিচিত, সেইগুলিই "ভাস্করবর্ম্মশাল্মল"।

ভাটেরা, বর্ম্মচাল প্রভৃতি স্থানই কেশবদেবের প্রদত্ত ভূমি বলিয়া ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে এই মনে হয় যে, ময়ূর-শাল্মলাগ্রহারক্ষেত্রে ভাস্করবর্ম্মার শাসনোক্ত দেবতা এবং ব্রাহ্মণেরা ছিলেন, প্রাগ্‌জ্যোতিষের নরকবংশীয় রাজাদের অবনতি হইলে পরে যখন এতদঞ্চলে খরবাণবংশীয় নৃপতিদের অভ্যুত্থান হইল, তখন আবার দানপত্র করা প্রয়োজন হওয়ায় কেশবদেব উহা সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ—

(৭) কেশবদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—'মহরাপুর'। বর্ম্মচালের অন্তর্গত 'গুড়াভুই' ইত্যাদি গ্রামের নামও ভাটেরার তাম্র-শাসনে অবিকল আছে। একটি স্থানের নাম ঐ শাসনে লিখিত হইয়াছে—'ভাস্করটেঙ্করী'।

ভাটেরা, বর্ম্মচাল, লংলা, পঞ্চখণ্ড, ইটা প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমানে যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদের গোত্র-বেদের (ত) সহিত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে উল্লিখিত ব্রাহ্মণদের অনেকেরই

(ত) ভাস্করবর্ম্মার শাসনোক্ত গোত্র ; যথা—

ঋগ্‌বেদী=যাস্ক, গৌরাত্রেয়, বারাহ, কৌশিক, কৌণ্ডিন্য, ভারদ্বাজ, বাশিষ্ঠ *, পারাশর্য্য, ভার্গব, কাত্যায়ন, গৌতম, পৌত্রিমাষ্য, পৌর্ন্ন, কাশ্যপ, বার্হস্পত্য, শৌনক, বাৎস্য।

যজুর্ব্বেদী=বাৎস *, মৌদ্‌গল্য, পারাশর্য্য, গার্গ্য, সাস্কৃত্যায়ন, ভারদ্বাজ, কাশ্যপ, প্রাচেতস, কৃষ্ণাত্রেয়, কৌণ্ডিন্য, গৌতম, শৌভক, কৌটিল্য, কবেস্তর, মাণ্ডব্য, কৌশিক, অগ্নিবেশ্য, জাতুকর্ণ, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণিক, শালঙ্কায়ন, আলম্বায়ন, আঙ্গিরস, যাস্ক, শাকটায়ন, বাৎস্য, কৌৎস।

সামবেদী=কাত্যায়ন, ভারদ্বাজ, গৌতম, আগ্নায়ন, বৈষ্ণবৃদ্ধি, কৌশিক, পাস্কল্য।

* এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে গোত্রগুলি দানপ্রাপক ব্রাহ্মণদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইজন্য অপত্যপ্রত্যয়-বিহীন গোত্রগুলিতেও অপত্যপ্রত্যয় যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যথা—

বশিষ্ঠ স্থলে বাশিষ্ঠ (বশিষ্ঠগোত্রজ) মেরুদত্ত স্বামী;
বৎস স্থলে বাৎস (বৎসগোত্রজ) কুষ্মাণ্ডপত্র স্বামী;
ভরদ্বাজ স্থলে ভারদ্বাজ (ভরদ্বাজগোত্রজ) বরুণ স্বামী;
পরাশর স্থলে পারাশর্য্য (পরাশরগোত্রজ) সাধু স্বামী, ইত্যাদি।

গোত্রবেদের মিল আছে (থ)। অতএব, আমার ধারণা—ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে যে দেবতা—"পরমেশ্বরস্য রূপং জয়তি" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, কেশবদেবের তাম্রশাসনে যিনি "অনাদিরূপো ভগবান্ বটেশ্বরঃ", তিনিই অধুনা জয়ন্তীয়া পর্ব্বতে অবস্থিত **'রূপনাথ'**।

(থ) ভাস্করবর্ম্মার শাসনোক্তগোত্রের ব্রাহ্মণদের বাসস্থান—

গোত্র—	জিলা শ্রীহট্ট
কৌশিক—	পঞ্চখণ্ড, চৌয়ালিশ, তুলালী, কৌড়িয়া, জন্তরি, চাপঘাট
কৃষ্ণাত্রেয়—	পঞ্চখণ্ড, ঢাকাদক্ষিণ, বর্ম্মচাল, লংলা, ভানুগাছ, বনভাগ, তরপ, ইটা
কাত্যায়ন—	পঞ্চখণ্ড, জগন্নাথপুর, ইটা, বেৎকান্দি, বাণীয়াচঙ্গ, মৌরাপুর
পরাশর—	পঞ্চখণ্ড, ইটা, ভানুগাছ, বাণীয়াচঙ্গ, বর্ম্মচাল
ভরদ্বাজ—	বর্ম্মচাল, পঞ্চখণ্ড, ঢাকাদক্ষিণ, ভাটেরা, ইন্দেশ্বর, লংলা, এগারশতী, মৌরাপুর
বৎস—	ঢাকাদক্ষিণ, রেঙ্গা, বুরুঙ্গা
মৌদ্গল্য—	ঢাকাদক্ষিণ, বনভাগ, মৌরাপুর, বর্ম্মচাল
গার্গ্য—	চাপঘাট, কৌড়িয়া
গৌতম—	ভাটেরা, সাবাজপুর, বুরুঙ্গা, চাপঘাট, মৌরাপুর
বাৎস্য—	বর্ম্মচাল, ইটা, ছয়চিরি, বনভাগ, মৌরাপুর, ভাটেরা

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে রূপনাথের নামের যে কারণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বিচারসহ নহে। পূজকের নামে দেবতার নাম করিলে পুনঃ পুনঃ নামের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, কারণ একজন পূজক চিরকাল পূজা করিতে পারেন না, তাঁহার মৃত্যু আছে। বিশেষতঃ, জয়ন্তীয়ার রাজগুরুর নাম যে রূপনাথ ছিল, তাহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ইতিবৃত্তে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই, রূপনাথের নাম সম্পর্কে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকারের কথা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে।

গোত্র—	জিলা শ্রীহট্ট
কাশ্যপ—	চৌয়ালিশ, ইটা, ঢাকাদক্ষিণ, রেঙ্গা, সাতগাঁও, ইন্দেশ্বর, মৌরাপুর, বর্ম্মচাল
বশিষ্ঠ—	ইটা, বর্ম্মচাল
পৌত্রিমাষ্য—	ইটা, ভানুগাছ
কৌৎস—	বর্ম্মচাল
বৈষ্ণবৃদ্ধি—	চৌয়ালিশ
গৌরাত্রেয়—(আত্রেয়)	বালিশিরা
জাতূকর্ণ—	বানয়ীচঙ্গ, বর্ম্মচাল
কৌণ্ডিন্য—	ঢাকাদক্ষিণ
অগ্নিবেশ্য—	ইটা (শ্রীহট্টের উপকণ্ঠে ত্রিপুরা জিলার সরাইল পরগণায়ও অগ্নিবেশ্য গোত্রের ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়।)

মন্তব্য—এতদ্ব্যতীত যজুর্ব্বেদী শাণ্ডিল্য ও সাবর্ণিগোত্রীয় ব্রাহ্মণও ঐ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

রূপনাথের বাড়ীর নিকটেই 'রূপনাথ-গুহা' নামে একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত-গহ্বর বিদ্যমান আছে—উহার ভিতরেও বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে,—সুরবিরোধীদের ভয়ে দেবতারা এই গহ্বরে আসিয়া লুকাইয়াছিলেন। এই জনশ্রুতিও আমার অনুমানকেই সমর্থন করিতেছে। ইতি।

বরেন্দ্র্যাং বাক্‌চিবংশেঽভূদ্ হরিহর উদারধীঃ।
অগ্নিহোত্রং সমাদায় শ্রীহট্টে স সমাযযৌ॥
বলদেবাদয়স্তস্য পুত্রা অষ্টৌ বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং কনিষ্ঠঃ শ্রীবৎসঃ পিত্রা সহ সমাগতঃ॥
শিবো রামস্তথা দামোদরস্তস্য সুতাস্ত্রয়ঃ।
শিবস্য তাপসঃ পুত্রো বভূব চন্দ্রশেখরঃ॥
তস্য পুত্রো রমানাথো বিদ্যাবিনয়মণ্ডিতঃ।
রমানাথস্য পুত্রো যো বেদবেদান্তপারগঃ॥
গৌরীকান্তঃ সুধীর্দ্দান্তো বিদ্যানিবাসসংজ্ঞকঃ।
তস্য পুত্রো রামকৃষ্ণবাচস্পতিরনুত্তমঃ॥
রামকৃষ্ণস্য পুত্রাণাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রীরাম-নামকঃ।
বিশারদোপনাম্না যো মণ্ডিতঃ শাস্ত্রপারগঃ॥
মধ্যমঃ শিবরামস্তু পঞ্চানন ইবাপরঃ।
পঞ্চাননোপনামাভূৎ, কনিষ্ঠো রঘুরামকঃ॥
শিবরামস্য তনয়ো রামচন্দ্রো মহামনাঃ।
বিদ্যাবাগীশনাম্না যো খ্যাতোঽভূৎ সূরিমণ্ডলে॥
রামচন্দ্রসুতঃ কালীচরণস্তার্কিকঃ সুধীঃ।
সিদ্ধান্তনাম্না বিখ্যাতস্তস্যাষ্টৌ তনয়াঃ স্মৃতাঃ॥

তেষাং জ্যেষ্ঠঃ কালিদাসস্তর্কালঙ্কারসংজ্ঞকঃ।
কালিদাসস্য পুত্রাণাং চতুর্ণাং যঃ কনিষ্ঠকঃ॥
স এব রুদ্রচন্দ্রোঽভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
মন্ত্রদাতা গুরুস্তস্য মাধবচন্দ্রনামদঃ॥
শিক্ষাদাতা গুরুস্তস্য তর্কবাগীশনামদঃ।
রুদ্রচন্দ্রস্য পুত্রেণ মাহেন্দ্রচন্দ্র-শর্ম্মণা।
কাব্যতীর্থোপনাম্নৈষ কীর্ত্তিতো বিদুষাং মুদে